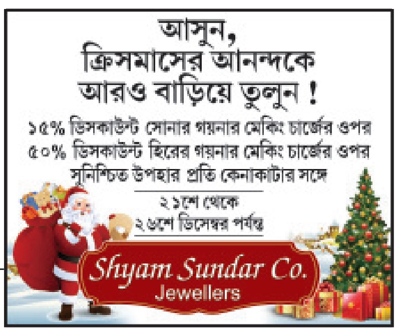

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 December, 2020 ■ আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৩ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কোভিড পরবর্তী সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জনপ্রিয় পর্যটন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠবে ঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র সিং আজ বলেছেন, কোভিড পরবর্তী সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের জনপ্রিয় পর্যটন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু।

অষ্টম উত্তর-পূর্বাঞ্চল উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাচ্যুয়াল পদ্ধতিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল তার বিপুল প্রাকৃতিক এবং দক্ষ মানবসম্পদের ওপর ভিত্তি করে ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে মহাশক্তিধর দেশে পরিণত করতে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। অর্থনীতির অগ্রগতিতে 'নতুন চালিকাশক্তি' হিসাবে এই অঞ্চল কাজ করবে বলে মন্তব্য করে ডাঃ সিং আরও বলেন, ইউরোপের পর্যটন কেন্দ্রগুলির বিকল্প হয়ে ওঠার প্রভূত সম্ভাবনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রয়েছে। সারা বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভাচ্যুয়ালভাবে মহামারী মুক্ত থেকেছে।

ডাঃ জিতেন্দ্র সিং আশা প্রকাশ করে বলেন, ভ্রমণ পিপাষুরা আগামী মরশুম থেকে পছন্দের গন্তব্য হিসাবে নিশ্চয়ই উত্তর-পূর্বাঞ্চলকেই বেছে নেবেন। এখানকার সম্মোহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। অবশিষ্ট বিশ্ব যখন আর্থিক গতি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় রয়েছে, তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ডাঃ সিং বলেন, এই অঞ্চলে বাঁশ সহ যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য রয়েছে, তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরাকে মূলস্রোতে নেয়া সম্ভব হয়নি বাম জমানায় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিশায় এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। অগ্রগতি হচ্ছে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। শনিবার গুয়াহাটি-তে অনুষ্ঠিত নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যাল ২০২০-তে অংশ নিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, আজ থেকে ১০ বছর আগেও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছিল অনগ্রসর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দিশায় আজকে উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যই অগ্রগতির পথে হাঁটছে এবং উন্নয়ন বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী-র নেতৃত্বেই সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের মধ্যে মডেল হয়ে উঠছে।

গুয়াহাটিতে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভলে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

এদিন তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, আগে যোগাযোগের জন্য ত্রিপুরায় একটি মাত্র জাতীয় সড়ক ছিল। বর্ষায় অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে ধবস পড়লে যানবাহন চলাচল ব্যহত হতো। তাতে, পণ্যের আমদানি সাময়িক বন্ধ থাকত। সেই সুযোগে কালোবাজারি মাথা চারা দিয়ে উঠতো। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী-র বিকাশের ধারায় ত্রিপুরায় নতুন সাতটি লাইফলাইন সংযোজিত হয়েছে। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, দাবি করেন তিনি।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর মতে, প্রধানম নরেন্দ্র মোদী একদিকে শিখিয়েছেন উগ্রবাদীদের সঙ্গে কোনও আপস নয়। আবার অন্য দিকে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাম্বু ড্যান্সের মতো লোকশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। তাঁর সাফ কথা, প্রধানমন্ত্রী অভিভাবকের মতো উত্তর-পূর্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আবারো এক উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, আমি একটা সময় দিল্লিতে থাকতাম। লোকে আসামের শিলচর শহরকে চিনতেন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের নাম জানতেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের ই-সেবা কেন্দ্রের সূচনা করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আসছেন ২৩শে

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে। আজ থেকে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর শুরু করেছেন। অসম এবং মিজোরাম সফর শেষে আগামী ২৩ ডিসেম্বর তিনি ত্রিপুরা সফরে আসবেন। ওইদিনই তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল জানিয়েছেন, আগামী ২৩ ডিসেম্বর হাইকোর্ট চত্বরে ই-সেবা কেন্দ্রের সূচনা হবে। এ-উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি, বিচারপতি তথা হাইকোর্টের কম্পিউটার কমিটির চেয়ারপারসন এস তলাপাত্র এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, ওইদিন দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয়-সাত মাসের মধ্যে ৩০ কোটি জনগণকে প্রতিষেধক দেওয়ার পর্যায়ে থাকবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.)।। করোনা মোকাবিলার জন্য গঠিত উচ্চস্থরীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে ২২ বার এই বৈঠক বসল। শনিবারের বৈঠকে সকলকে আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে দেশের প্রায় ৩০ কোটি জনসংখ্যাকে প্রতিষেধক দেওয়ার পর্যায়ে থাকবে ভারত।

করোনায় আক্রান্তের বৃদ্ধির হার ২ শতাংশে নেমে গিয়েছে। মৃত্যুর হার ১.৪৫ শতাংশ। ভারত বিশ্বের সেইসব দেশে তালিকার মধ্যে রয়েছে যেখানে করোনায় মৃত্যুর হার সবচাইতে কম। সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৯৫.৪৬ শতাংশ। প্রতিদিন ১০ লাখেরও বেশি পরীক্ষা দেশে হচ্ছে। দেশের মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের হার ৬.২৫ শতাংশ।

এদিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শংকর, অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হরদীপ পুরি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অশ্বিনীকুমার চৌবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নীতি আয়োগ এর স্বাস্থ্য বিষয়ক সদস্য ডা: বিনোদ কে পাল, প্রধানমন্ত্রী দফতর এর উপদেষ্টা অমরজিৎ সিং প্রমুখ। গোটা বৈঠক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

স্ত্রী খুনের দায়ে দুজনের যাবজ্জীবন কারাবাস

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। স্ত্রী খুনের দায়ে পৃথক দুই মামলায় দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে আদালত। তবে ব্যতিক্রমী বিষয় হল, একটি ঘটনায় আসামির বাবা পুত্রবধূকে খুনের জন্য ছেলের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছিলেন। পরে অবশ্য আদালতে তিনি নিজের বয়ান পাল্টে ফেলেন। আজ শনিবার গোমতি জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং খোয়াই জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ওই দুটি রায় দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গোমতি জেলার অমরপুর মহকুমার রাঙামাটি এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত দাস ২০১৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ স্ত্রী ভুলুরানি দাসকে প্রচণ্ড মারধর করেন। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় সঞ্জিত দাসের বাবা মনোরঞ্জন দাস অমরপুর থানায় ছেলের বিরুদ্ধে বধূ হত্যার অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং সঞ্জিত দাসকে গ্রেফতারের পর আদালতে সোপর্দ করে। সময় মতো তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। দীর্ঘ শুনানি এবং সাক্ষ্য গ্রহণের পর আদালত সঞ্জিত দাসকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০৪ (১) ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সাথে ১০ হাজার জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। পাশাপাশি ৪৯৮ (এ) ধারায় ৩ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, সমস্ত সাজা একত্রে চলবে।

এদিকে, স্ত্রী-কে খুনের দায়ে সিআরপিএফ জওয়ানের যাবজ্জীবন কারাবাস হয়েছে। ২০১৭ সালের ৬ এপ্রিল খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার গৌরাঙ্গটিলা এলাকার বাসিন্দা সিআরপিএফ জওয়ান অখিল দাস স্ত্রী সীমা দাসকে খুন করে আত্মহত্যা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মৃতের বাবা-মা তা বিশ্বাস করেননি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু জিরানীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। শনিবার জিরানিয়া রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় লোকজনরা মৃতদেহটি রেল স্টেশনেরকিছু দূরে পড়ে থাকতে দেখে জিরানিয়া থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে জিরানিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। জিরানিয়া রেলস্টেশনের কাছ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিপিএ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ফাঁসিতে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। বিশালগড় এর লালসিং মুড়ায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে ৬৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। ফাঁসিতে আত্মঘাতী বৃদ্ধের নাম মরণ দেবনাথ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই বৃদ্ধ দীর্ঘদিন ধরেই নানা রোগে ভুগছিলেন। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ওই বৃদ্ধ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। ফাঁসিতে বৃদ্ধের আত্মহত্যার সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বৃদ্ধের আত্মহত্যার সংবাদ শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন।

খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

চাম্পাহাওয়ড়ে আইপিএফটি নেতাকে হত্যার লক্ষ্যে গুলি চালাল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর থানা এলাকার গোপালনগরে অল্পেতে দুষ্কৃতিকারীদের গুলি থেকে রক্ষা পেয়েছেন আইপিএফটি নেতা প্রণব দেববর্মা। এ ব্যাপারে আইপিএফটি নেতা প্রণব দেববর্মা থানায় শনিবার সকালে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে চাম্পা হওয়ার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দুষ্কৃতিকারীদের সন্ধানে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতিকারীদের আটক করা যায়নি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গোপালনগর গাঁও সভার আইপিএফটি নেতা প্রণব দেববর্মা নিজ বাড়িতে রাতে টিভি দেখছিলেন। মধ্যরাত নাগাদ চার-পাঁচজন দুষ্কৃতিকারী তার বাড়িতে ঢুকে তাকে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায়। বন্দুকধারী দুষ্কৃতিকারীদের দেখেই প্রণব বাবু ঘর থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। দুস্কৃতিকারীরা পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালাল তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। প্রণব বাবু বা তার পরিবারের কোন সদস্যের গায়ে গুলি লাগেনি। তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ফলে অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছেন আইপিএফটি নেতা প্রণব দেববর্মা এবং তাদের পরিবারের লোকজনরা।পরিবারের লোকজনদের চিৎকার এবং গুলির আওয়াজে স্থানীয় লোকরা মধ্যরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় চাম্পা হাওয়র থানার পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসলো দুষ্কৃতিকারীদের টিকিট নাগাল পায়নি পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোপালনগর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চারটে যুদ্ধ করার পরও শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের ঃ রাজনাথ সিং

হায়দরাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। চারটি যুদ্ধ হারার পরেও পাকিস্তান নিজের কুটিল পন্থা থেকে পিছু হটেনি। উল্টে তা অব্যাহত রেখেছে। শনিবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদের দুদিগলে ভারতীয় বায়ুসেনার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিন তিনি জানিয়েছেন, ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান নিজের কুটিল অভ্যাস অব্যাহত রেখেছে। চারটে যুদ্ধ হারার পরেও সন্ত্রাসবাদের মদত নিয়ে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু ভারতের সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টা বারেবারে ব্যর্থ করেছে।

এদিন দুদিগলের ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স একাডেমির পাসিং

আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে ভারতীয় বায়ুসেনার শৌর্য এর কথা তুলে ধরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় বায়ুসেনার অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায় অদম্য সাহস দেখিয়েছে বায়ুসেনা। ১৯৭১ সালের লঙ্গেওয়ালা থেকে সাম্প্রতিক সময়ের বালাকোট স্ট্রাইক। এসবকিছুই ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সতর্কতার সঙ্গে সন্ত্রাস দমনে সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ কাজ করে চলেছে। শুধু দেশের মাটিতে নয় দেশের বাইরেও ভারতীয় সামরিক বাহিনী সেই ছাপ রেখে গিয়েছে। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক করে ভারতীয় বায়ুসেনা কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে। এমনটা করে ভারতের শক্তি এবং সন্ত্রাস দমনে ভারত যে কার্যকারী ভূমিকা নিতে পারে তা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছে বায়ু সেনা। চিনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, এটা নতুন ভারত। কোনোদিক থেকেই ভারত আর দুর্বল নয়।

কত লোককে মারবেন দিদি, পুরো বাংলা আপনাকে হটিয়ে দেবে ঃ অমিত শাহ

মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। "নাড্ডার কনভয়ে হামলায় আমরা ভয় পাই না। যত হিংসা হবে বিজেপির লোকেরা তত বেশি করে লড়বে।" শনিবার মেদিনীপুরের সভায় এই হুঁশিয়ারি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয়ের লক্ষ্যে তিনি বলেন, "কত লোককে মারবেন দিদি। পুরো বাংলা আপনাকে হটিয়ে দেবে।"

"বাংলার কৃষক-মজদুরদের সমস্যার সমাধান মোদীর সরকারই করবে। একবার বাংলায় সরকার গড়ার সুযোগ করে দিন। সোনার বাংলা গড়ে দেব।" এই কথার পর অমিতবাবু বলেন, "দিদি কান খুলে শুনে নিন এবার ২০০র থেকে বেশি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলায় আসবে। বাংলার তো কোনও বিকাশ হয়নি উল্টে গরিবদের পাওনা আপনার দলের গুন্ডাদের পকেটে যাচ্ছে।"

ভ্রষ্টাচার, তোলাবাজি, দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছে। মোদীজী যে টাকা পাঠাচ্ছেন, তা তৃণমূলের গুন্ডাদের পকেটে গিয়েছে। মমতাদি আপনার লজ্জা হওয়া উচিত,

অমিত শাহ বলেন, "নাড্ডার গাড়িতে বড় বড় ইট মেরেছে, তাতে কী আমরা ভয় পেয়ে যাব! আমাদের ৩০০ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, যত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় বাঙালি মহিলা সমাজের রাজ্য সম্মেলন

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.)।। মহিলাদের পূর্ণ অধিকার বাস্তবায়ন তথা শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ গঠনের দাবিতে ত্রিপুরার বাঙালি মহিলা সমাজের রাজ্য সম্মেলনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। বাঙালি মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যেগে শনিবার আগরতলায় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগরতলার শিবনগরের দলীয় কার্যালয়ে আজ সকাল ১০.৩০ মিনিটে সম্মেলনমঞ্চে প্রথমে প্রাউট প্রবক্তা প্রভাতরঞ্জন সরকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভানেত্রী দীপ্তিরানি নন্দি মজুমদার ও প্রদীপ প্রজ্বলন করেন আমরা বাঙালীর রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল। বাঙালির গণসংগীত পরিবেশন করেন স্পান্দনিক গোষ্ঠীর সদস্যাবৃন্দ। সভাগৃহে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সহ ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, ধর্ষণ, বঞ্চনা ও অবিচার ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনায় প্রাধান্য পায়। নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামস্তর পর্যন্ত সংগঠন বিস্তার করার জন্য আলোচনা করেন।

এদিনের অনুানে বক্তব্য পেশ করেন সীমান্তি দেব, গীতাঞ্জলি দাস, সুপর্ণা মজুমদার রায়, নিবেদিতা দেবনাথ, মৌসুমী রায়, শিবানী বিশ্বাস, শতাব্দি সরকার প্রমুখ। সম্মেলন শেষে সীমন্তি দেবের নেতৃত্বে ১৯ জনের ত্রিপুরার রাজ্য বাঙালী মহিলা সমাজের কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। শেষে মহিলা সমাজের বিভিন্ন অধিকারের দাবি নিয়ে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৭২ ◘ ২০ ডিসেম্বর ২০২০ইং ◘ ৪ পৌষ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মানব উন্নয়ন সূচক

যে কোন দেশ বা রাজ্যের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা।শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর নির্ভর করিয়ায় জাতীয় নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা এইদিক দিয়া বিচার করিলে অনেকটাই সামনের সারিতে স্থান দখল করিয়াছে। মানব উন্নয়ন সূচক অনেকটাই সামনের সারিতে উঠিয়া আসিয়াছে।একটি দেশ কতটা উন্নত তাহার পরিমাপের জন্য একটি সূচক ব্যবহার করা হয়। তাহাকে বলা হয় হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বা মানব উন্নয়ন সূচক। এটি এমন একধরনের পরিসংখ্যানগত সূচক, যাহাকে অন্য একাধিক পরিসংখ্যান প্রভাবিত করে। মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু, শিক্ষা ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ এই সূচক নির্ধারণে 'ইন্ডিকেটর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটি দেশের জন্য উচ্চতর এইচডিআই বরাদ্দ করা হয় যদি সেই দেশের নাগরিকদের প্রত্যাশিত আয়ু বেশি হয়, শিক্ষার স্তরটি উন্নত হয় এবং তাহাদের মাথাপিছু আয়ের স্তরটি ভদ্রস্থ হয়। লাইফ এক্সপেকট্যান্সি বা প্রত্যাশিত আয়ু বা গড় আয়ু বিশেষভাবে নির্ভর করে শিশুর আয়ুর উপর। শিশুমৃত্যুর কারণ একাধিক। যেমনগর্ভবতী নারী প্রয়োজনীয় যত্ন ও হেলথ কেয়ার পাননি, শিশুর জন্ম হাসপাতালে হয়নি কিংবা জন্মের পর থেকে জরুরি ভ্যাকসিন-সহ হেলথ কেয়ার সে পায়নি। যে সমাজের প্রসূতি এই পরিষেবাগুলি পান, তাঁহার পক্ষে সুস্থ সবল শিশুর জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সদ্যোজাত শিশু যদি এই সংক্রান্ত যত্নের ভিতর দিয়া বাড়িয়া ওঠিবার সুযোগ পায় তবে তাহার অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা কম থাকে। ভবিষ্যতের একজন

যথার্থ সুনাগরিক হইয়া উঠিবার বীজটি সুপ্ত থাকে এই ধরনের শিশুরই ভিতরে। শিশুমৃত্যুর হার আরও কতকগুলি বিষয়কে নির্দেশ করে।

যদি কোনও সমাজে শিশুমৃত্যুর হার নিম্নগামী হয় তবে ধরিয়া নেওয়া যায় যে সেখানে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার হার ভালো হইয়াছে, শিক্ষাদীক্ষার হার উন্নত হইয়াছে মহিলাদের মধ্যেও, বিশেষত যে নারী গর্ভধারণ করিয়াছেন তাঁহাকেও আলোকপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর একজন বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়, বাল্যবিবাহ কমিয়াছে, মহিলাদের ভিতরে আঠারো-উনিশ বছরের আগে সন্তানধারণ করিবার প্রবণতা কমিয়াছে, কমিয়াছে বহু সন্তান নেওয়ার ঝোঁকটিও ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই পরিসংখ্যানের আড়ালে আরও দু'টি বিষয় ক্রিয়াশীল রয়িয়াছে: (এক) এই সমাজের আয়ের স্তর ঊর্ধ্বগামী এবং (দুই) এই সমাজের মানুষ আগের থেকে বেশি পরিস্রুত জল ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইতেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৫ রিপোর্ট থেকে দেখা গিয়াছে, শিশুমৃত্যু কমানোর প্রশ্নে এগিয়ে রয়িয়াছে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা। মোদি সরকারের এই রিপোর্ট বলিয়াছে, ত্রিপুরা এ বিষয়ে গুজরাত, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ, প্রভৃতি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির চাইতেও সামনের সারিতে রহিয়াছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্য ত্রিপুরাও এখন বিজেপির দখলে। স্বাস্থ্য বিভাগের নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল কোনও সন্দেহ নাই। উন্নয়ন পরিকল্পনায় সবসময় অগ্রাধিকার পাইয়াছে সবচেয়ে পিছাইয়া পড়া শ্রেণীর মানুষগুলি। তাহাদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা, পরিস্রুত পানীয় জল, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা বিশেষ গুরুত্ব পাইয়াছে। এই সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও মানুষের জন্য উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় বরাবর আস্থা রাখিয়াছে। তাহারই স্বীকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে কেন্দ্রীয় রিপোর্টে। এই বিরাট অভিনন্দন রাজ্য সরকারের একার নয়, সারা রাজ্যের জন্যও বটে। দেশের অন্যতম ছোট রাজ্য ত্রিপুরাকে নানান দিক দিয়া সামনের সারিতে তুলিয়া আনিবার জন্য রাজ্য সরকারের পাশাপাশি রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণকে প্রয়াস দিতে হইবে।সার্বিক প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামনের সারিতে স্থান দখল করিতে সক্ষম হইবে। এর জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাহাদের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাদেরকে সঠিক দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। কেননা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ গুলি বাস্তবায়ন করিতে তাহারাই যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এজন্য প্রয়োজন অফিস-আদালত সহ সর্বত্র কর্মসংস্কৃতি ফিরাইয়া আনা। সময় উপযোগী সঠিক কর্মসংস্কৃতি অগ্রগতির পথকে সুগম করিতে পারিবে।

ঘটক পুকুর কাণ্ডে মৃতের পরিবারকে তিন লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্যের

কলকাতা, ১৯ডিসেম্বর (হি. স.): ভাঙড়ের ঘটকপুকুর বাজারে আগুন কাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এই কথা জানান তিনি। পাশাপাশি স্বজনহারাদের সমবেদনা জানান তিনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়ের ঘটকপুকুরে বাজারে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল দুই নাবালক-সহ ৩ জনের। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে, ভাঙড় থানার অন্তর্গত ঘটকপুকুর চৌমাথায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে শর্টসার্কিটের জেরে একটি কেরোসিনের দোকানে প্রথমে আগুন লাগে। ওই দোকানে কেরোসিন ভর্তি ড্রাম ছিল। আগুন লাগার পর কেরোসিনের ড্রাম ফাটতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের একটি রেস্টুরেন্ট, একটি দোকান এবং বাড়িতে। কেরোসিনের দোকানের পিছনেই ছিল রেস্টুরেন্ট। প্রয়োজনীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে ভিতরে যান রেস্তোরাঁর মালিক বছর ৫০-এর এক ব্যক্তি ও দুই নাবালক। দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও তাঁরা বেরিয়ে আসেননি। খবর পেয়ে অকুস্থলে যান ভাঙড় থানার ওসি। দেওয়াল ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করে নলমুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তিনজনেরই মৃত্যু হয়। দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রায় তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকে বাসন্তী রাজ্য সড়ক।

এরপরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুরমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে তিনি জানান, নিহতদের পরিবারকে তিন লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। স্বজনহারা পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাতে'।

গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২১৫৫জন

কলকাতা, ১৯ডিসেম্বর (হি. স.):গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে ২১৫৫জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ২৭১৭জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৪.৮১শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৩জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.০২শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৮হাজার ৪৬০জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৩৪হাজার ৮৫০জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৭হাজার ৭০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯৩২০জনের ।এদিকে, গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩৯জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৬৬৩জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৪৫২জন।

বাঙলা ও বাঙালীকে বাঁচাতে বর্গীদের চিনে নিতে হবে

এইচ এন মাহাতো

ছোট বেলায় মুখে মুখে শুনতাম বর্গী এলো দেশে। এই বর্গীরা কারা ও তাদের বাঙলায় আসার কারণটি কী? সে প্রায় ২৮০ বছর আগের কথা। এই বর্গীরা ছিল মূলত তাঁরা সম্পদ ও নারী লুট করতো, এক কথায় তাদের আমরা লুটেরা বলতাম। এদেরকে সাহায্য করতেন এক শ্রেণির অর্থ পিশাচ মিরজাফর অথবা রাজাকার বাঙালী, যারা জাতির কলঙ্ক---বাঙালী জাতির বিশ্বাসঘাতকের দল। বাঙালীস্থান অতীতে ছিলো এখনো আছে সুজলা সুফলা শশ্য-শ্যামলার দেশ। তাই কবি বলেছিলেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের নারী সে যে আমার জন্ম ভূমি। কবি এখানে জন্মভূমি বলতে বাঙালীস্থানের কথাই বলেছেন। তাই ভারতবর্ষে বাঙালীস্থানের বাঙালীদের ওপর বারবার এই বর্গীরা আঘাত করছে। কিন্তু বাঙালার সম্পদের ভাণ্ডার কখনো শেষ করতে পারেনি। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের সমাজশাস্ত্র লিখতে গিয়ে বলেছেন একটি জাতিসত্ত্বাকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করতে হলে সেই জাতির প্রথমে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। তাঁরা যেন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না। দ্বিতীয় ধাপে ভাষা সংস্কৃতি ও শিক্ষা তথা নৈতিকতার উৎসের শেকড় উঠিয়ে ফেলতে হবে। এতেও কাজ না হলে নিজেদের মধ্যে জাতিদাঙ্গা ক্রমান্বয়ে বাধিয়ে রাখতে পারলেই সেই জাতিটার জাতীয়তাবোধ লুপ্ত হবে ও জাতীয় একতা ভেঙে যাবে। তখন সেই জাতিকে চরমভাবে শোষণ করা যাবে। আজও সেই পশ্চিমী বর্গীরা বৈশ্য শোষকের রূপ ধরে বাঙলাকে লুণ্ঠন করছে ধনে প্রাণে। বর্তমান যুগের আধুনিক বর্গীরা বাঙালীর উন্নত আধ্যাত্মিক ও মানসিক চেতনাকে শেষ করা সহজ নয় ভেবেই তাঁরা তাদের রূপ রং পাল্টে নতুনভাবে আমাদের সামনে এসেছে। সম্পদের শোষণের সঙ্গে তাঁরা বাঙালীকে মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল করতেও নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙতে ধর্মীয় মতবাদের আড়ালে বাঙালীর সহজাত আধ্যাত্মিকতা তথা অর্ন্তনিহিত ধর্মবোধের ও সাধনার উপর চরম আঘাত করতে শুরু করেছে।

আমরা দেখেছি এই বর্গীয় ব্রিটিশ আমলে বাঙালার বিপ্লবীদের ইংরেজ শাসকদের কাছে ধরিয়ে দিতো। সেই সময়ের কমিউনিস্ট, আর এস এস আর কংগ্রেস বাঙালী নীরজাফরের ভূমিকায় থেকে বর্গীদের সাহায্য করেছে ও তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালি করেছে। আজ সেই মীরজাফররা ওই পশ্চিমী বর্গী হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের দালালি করছে বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে। এই বর্গীরা বাঙলার বৈপ্লবিক মানসিকতার উপর বারবার আঘাত হেনেছে। ভারতের স্বাধীনতায় যে বাঙালীরা রক্ত বেশী ঝরালো সেই বাঙালীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বাঙলা ভাগ করলো। ওই বর্গীরা আজ বলছে বাঙালীর উদ্বাস্তু, বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী অথবা ঘুচপেটিয়া ইত্যাদি। ভারতের স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরেও যে বাঙালীদের ভোটে কতগুলো কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার গঠন হয়ে ছিলো আজ সেই বাঙালীকেই প্রমাণ করতে হবে তাঁরা ভারতের নাগরিক কিনা। বর্তমানেও বর্গীরূপী বিজেপি সরকার আজ উঠে পড়ে লেগেছে সারা ভারতে কয়েক কোটি বাঙালীকে বিদেশী বানাতে। কয়েক দিন আগে বিজেপি নামধারী এক বর্গীনেতা বাঙলার মতুয়া বা নমশূদ্রদের বলেছেন আপনাদের নাগরিকত্ব না থাকলেও আমরা বঙ্গ জয় করলেই আপনারা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। যেমন বলে ছিলো অসমের গত বিধানসভার নির্বাচনের আগে। এই ধোঁকাবাজ বর্গীদের কথায় আজ কয়েক লক্ষ বাঙালী সব কিছু থেকে ও ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী। নাগরিক হওয়ার জন্য দরজায় দরজায় ভিখারির মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভোটের আগে তাঁরা নাগরিক আর ভোট পেরিয়ে গেলে তাঁরা বহিরাগত, এ আবার কেমন তর কথা। আগামীতে বাঙলায় আরো কিছু ভিখারি বাঙালি তৈরি করতে চলেছে তারা। সাবধান বাঙালী সাবধান।

> আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের সমাজশাস্ত্র লিখতে গিয়ে বলেছেন একটি জাতিসত্ত্বাকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করতে হলে সেই জাতির প্রথমে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। তাঁরা যেন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না। দ্বিতীয় ধাপে ভাষা সংস্কৃতি ও শিক্ষা তথা নৈতিকতার উৎসের শেকড় উঠিয়ে ফেলতে হবে। এতেও কাজ না হলে নিজেদের মধ্যে জাতিদাঙ্গা ক্রমান্বয়ে বাধিয়ে রাখতে পারলেই সেই জাতিটার জাতীয়তাবোধ লুপ্ত হবে ও জাতীয় একতা ভেঙে যাবে। তখন সেই জাতিকে চরমভাবে শোষণ করা যাবে।

বাঙলায় ওই বর্গীরা রাম রাজত্ব ও গুজরাট বানাবেন। যে গুজরাটে বহিরাগত অতিথি এলে উন্নয়ন ঢাকতে লজ্জায় পাঁচিল তুলতে হয়। বলুনতো সারা ভারতে যতগুলো বিজেপি রাজ্য আছে সেখানে অবশ্যই রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মানে খুবই উন্নত, জিনিসপত্র দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতায় মধ্যে ও আইনি ব্যবস্থা, শান্তি শৃঙ্খলায় সুস্থ ভাবেই চলছে অথবা শান্তির পরিবেশ বিরাজমান? নিম্নবর্গের মানুষের উপর কোনো প্রকারের নির্যাতন অথবা সরকারি সুযোগের নামে কাটমাণি, বলপূর্বক জমি দখল কোন কিছুই চলছে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগুলো মনগড়া কিছু কথামাত্র, রাম রাজত্ব বলে পৃথিবীতে কিছু ছিলো না আজও নেই। শোষকরূপী বর্গীরা শোষণের তাগিদে রূপ পালটেছে, কিন্তু ছিলো না আজও নেই। শোষকরূপী বর্গীরা শোষণের তাগিদে রূপ পালটেছে কিন্তু শোষণ ও লুট পাটের মানসিকতা পাল্টায়নি।

এতসব জানার পরেও বাঙলার মানুষ যদি এই শোষক বর্গীদের আগামীদিনে ডেকে এনে বাঙলার ক্ষমতায় বসায় তাহলে বাঙলার অবশিষ্ট সম্পদকে লুটে নিয়ে বাঙলাকে কঙ্কাল সার করে দেবে এটা আর বোঝার বাকী নেই। শুধু তাই নয়। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী বর্গীরা জানে বাঙালী ও বাঙলাকে যতই ঘৃণার চোখে দেখুক না কেন তাঁরা জানে সারা বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার মাধুর্যতা, উন্নত সংস্কৃতি, আচার আচরণ, সাহিত্য, শিল্পকলা, মেধা, মনন উন্নত চিন্তাভাবনা বৈপ্লবিক চেতনা, পরিবর্তনশীল মানসিকতা, পরোপকারী ও বাঙলা মায়ের গর্ভে লুকিয়ে থাকা দেশের জন্য বৃহৎ ত্যাগের ভাবনা। সাহিত্যে ও অর্থনীতি ছাড়াও নানা বিষয়ে নোবেলজয়ে বাঙালীই প্রথম যা ভারতের সকলের কাছে ঈর্ষার কারণ। বাঙলা দখল করতে পারলে এই সবকিছুই এরা ধ্বংস করে দেবে। মহামতি গোখলে বঙ্গভাষী না হয়েও বলেছেন, বাঙলা আজ যা ভাবে ভারতীয়রা কাল তা ভাববে। ভারতবর্ষের বাঙালীর নৈতিক, মানবিক, জাতীয়তাবোধ ও জাতিসত্ত্বার উপর আঘাত হানতে কিছু বাঙালী মীরজাফরদের নিয়ে টাকার মাধ্যমে বতর্মনে বাঙলাকে জয় করার নেশায় মেতে উঠেছে পশ্চিমী বর্গীরা।

কবির ভাষায় মনন্তরে মরিনি আমরা মারি নিয়ে ঘর কির। আগামীতে মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের সামাজিক অর্থনৈতিক দর্শন "প্রাউটের" আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সে প্রমাণ করবে অতীতে বাঙালী জাতি জীবিত ছিলো, বর্তমানে আছে ভবিষ্যতে দুরন্ত গতীতে জীবিত থাকবে। বর্গীদের সেই দশা হবে যা আলীবর্দী খাঁ করেছিলেন বর্গী দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতকে। বাঙলা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবেই।

মহামারী বিধ্বস্ত বিশ্বে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের বিধি

ডা. দেবকিশোর গুপ্ত

'অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া বিশ্বে, স্বচ্ছতাই শক্তি', বলেন ইয়ুভাল নোয়া হারারি তাঁর ২১ লেসন্সফর ২১ সেঞ্চুরি বইতে। যে কেউ অনলাইনে কোভিড-১৯ এর বিষয়ে তথ্য স্ক্যান করছে এবং বিভ্রান্তিমূলক নিবন্ধগুলির শিকার হচ্ছেন, হারারির বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট। তথ্যের বিধি বিশ্বে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা একটি ধুমায়মান মহামারী থেকে মুক্ত হচ্ছে। নভেল ভাইরাসের সাথে বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলির অবসান ঘটিয়ে, ডিজিটাল সমাধানগুলিতে নিমগ্ন হচ্ছে। যদিও ডিজিটাল মধ্যস্থতা এখন আমাদের জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা রূপান্তর করছে তা হল যেভাবে আমরা সেগুলি আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ব্যবহার করছি। উপলব্ধ সরঞ্জাম, আক্রান্ত জনগণকে সনাক্ত করে সংক্রমণের বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করার জন্য, চ্যানেল জুড়ে স্বাস্থ্যসেবা কাস্টমাইজড বিষয়বস্তু, ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ডাক্তারদের প্রবেশাধিকার এবং ক্লিনিক্যাল ডিসিশন সাপোর্ট (সিডিএস) ব্যবস্থার নিবর্তন, যা সমস্ত ধরনের চিকিৎসার বিষয়ে তথ্য ভাগ করতে সক্ষম করে, চিকিৎসার ব্যক্তিগতকৃত লাইন প্রদান এবং ক্লিনিক্যাল দক্ষতা উন্নত করা স্বাস্থ্যসেবা ডিজিটাল সরঞ্জামের মধ্যস্থতার সাক্ষ্য দেয়া, যা পূর্বে কখনও হয়নি। আমরা এমন সময়ে বাস করছি যখন স্বাস্থ্যসেবামূলক তথ্য কেবল ক্রামাগতবিবর্তিত হয় না বরং, পরিবতর্তিত রোগের প্রোফাইল অনুযায়ী দ্রুত আপডেট করা হয়। এখানেই ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে --- চিকিৎসক দেব সাম্প্রতিকতম ঘটনাবালী তাদের নখদর্পণের সরবরাহ করে গুণগত মানের যত্ন অর্জনে সহায়তা করা।

আসুন একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝা যাক। সময়টা গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন কোনও রোগী সুস্থ হয়ে ওঠার আশায় ডাক্তারের কাছে আসে। এই

ধরনের পরিস্থিতিতে, যদি ডাক্তারের নির্দেশিকার প্রয়োজন হয়, তবে তার এমন একটি মাধ্যম প্রয়োজন যা দ্রুত নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে। সেখানে বাইরের তথ্যের আগমন সহ, বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত বোঝা রয়েছে। চ্যালেঞ্জ হল প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান করা, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্মিত এবং অনুমোদিত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক প্যাটফর্ম উপলব্ধ করা। আমাদের জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকার জন্য একটিকে কৃতিত্ব দিন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে এই সব কিছু এখন সিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে পাওয়া যায়, রোগীকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়ার মাধ্যমে মেডিকেল অনুশীলনকারীদের সময় ও প্রচেষ্টা সংরক্ষণ করা। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ইন্টারনেট কোভিড-১৯-এর ওষুধ, রেমডেসিভির তথ্য সম্পর্কিত কার্যকারিতায় ভরে গেছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পরিবর্তে, চিকিৎসকদের সিডিএস সরঞ্জাম রয়েছে যেখানে ওষুধ সম্পর্কিত মস্ত নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য উপলব্ধ। এই জাতীয় সরঞ্জামের লক্ষ্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা জুড়ে আদর্শ অনুশীলন প্রয়োগ করা। ডিজিটাল প্রযুক্তির এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা এক সময়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যখন প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতকে ডিজিটাল ক্ষমতায়িত সমাজে পরিণত করার কথা কল্পনা করছেন। আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি, যেখানে আপটুডেটের মতো সিডিএস সরঞ্জামগুলির প্রাসঙ্গিকতা একটি নতুন অর্থ গ্রহণ করেছে। আমি চার থেকে পাঁচ বছর আগে এইট ব্যবহার করেছিলাম যখন আমি একটি বিরল অণুজীবের পরীক্ষা করছিলাম, এলিডাবেথকিংয়া মেনিনজেপ টিকা, যা একটি সংক্রমিত যন্ত্রে মাধ্যমে অপারেশন করা রোগীর সেরেরোস্পাইনাল ফ্লুইড (সিএসএফ) থেকে বেড়ে ওঠে। সেই সময়ে রোগের বিরলতার বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের কী ধরনের চিকিৎসা দেওয়া উচিত আমরা তা জানতাম না। সেই প্রথমবার আমি এই আপটুডেট ব্যবহার করি। চার থেকে পাঁচটি গবেষণা ছিল, যা আমাকে থেরাপি এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। সেই থেকে, আমি প্রায় প্রতিদিন এটি ব্যবহার করে আসছি। এমনকি আমি যদি বিষয়টি সম্পর্কে অবগতও হই, তবুও আমি অ্যাপটির মাধ্যমে স্ক্যান করে দেখি যে এর বিষয়ে কোনও অগ্রগতি আছে কিনা। ডাক্তার হিসেবে, আমাদের ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য সপ্তাহে দুই বা তিনবার সমস্ত কঠিন কেসের রেকর্ড বজায় রাখার অভ্যাস রয়েছে। এই ধরনের তথ্য এখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপটুডেটের মতো অ্যাপে পাওয়া যাবে। এই জাতীয় সিডিএস সিস্টেম ইন্টারনেটে উপলব্ধ তথ্যসমূহ থেকে প্রাসঙ্গিক ডাটা পিল্টার করে ডাক্তারদের সহায়তা করে। এই অ্যাপটি সহজ ইন্টারফেস সহ ইন্টারেক্টিভ পথের মতো কাজ করে যা ডাক্তারদের প্রমাণভিত্তিক জ্ঞান দিয়ে সবচেয়ে জটিল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এরকম একটি সময়ে, চিকিৎসার সুপারিশ, ড্রাগের তথ্য, রোগীর কেস স্টাডি, এমনকি এমন একটি অভিনব রোগ, যা সম্ভবত জীবনে মারাত্মক হতে পারে এই সকল সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য চিকিৎসা সম্প্রদায়ের পক্ষে সক্রিয়ভাবে সিডিএস সিস্টেমের সর্বাধিক ব্যবহার করা জরুরি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আসন্ন বইমেলা নিয়ে শনিবার আগরতলায় প্রস্তুতি বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত আরএসএস-এর প্রথম মুখপাত্র এমজি বৈদ্য

নাগরপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রথম মুখপাত্র তথা চিন্তাবিদ মাধব গোবিন্দ বৈদ্য (এমজি বৈদ্য)। শনিবার দুপুরে মহারাষ্ট্রের নাগপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দৈনিক তরুণ ভারত প্রত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক এবং সংস্কৃত পণ্ডিত এমজি বৈদ্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি।আগামীকাল নাগপুরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

শনিবার বিকেলে আরএসএসের বর্ষীয়ান চিন্তাবিদ এবং সংগঠনের প্রথম মুখপাত্র মাধব গোবিন্দ বৈদ্য মারা গেছেন বলে তাঁর পরিবার জানিয়েছে। এদিন তাঁর নাতি বিষ্ণু বৈদ্য জানিয়েছেন, বেলা ৩.৩৫ মিনিটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বিষ্ণু বৈদ্য জানিয়েছেন, 'তিনি করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছিলেন তবে সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছিলেন।' শুক্রবার হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে বলে তিনি জানান।

১৯২৩ সালের ১১ মার্চ, মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধার জেলার তারোদা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী, এমজি বৈদ্যের এখন পর্যন্ত সমস্ত সরসঙ্ঘচালকের সাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া বৈদ্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং নাগপুরের মরিস কলেজে প্রফেসর চাকরী শুরু করেন। এমজি বৈদ্য ছিলেন দেশের কয়েকটি সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯৬৬ সালে সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আরএসএসের পক্ষ থেকে তাঁকে দৈনিক তরুণ ভারত পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর লেখন শৈলী মহারাষ্ট্রের সাংবাদিকতায় শেষ কথা হিসাবে বিবেচিত হয়।

তিনি ১৯৭৪ সাল থেকে ১০৮৪ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্র আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে তিনি বৌদ্ধিক ও প্রচার প্রমুক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বৈদ্যের পরিবারে স্ত্রী সুনন্দ বৈদ্য, সুপুত্র মনমোহন বৈদ্য (সহ সরকার্যবাহ), ধনঞ্জায়া, শ্রীনিবাস, শশীভূষণ, ডঃ রাম (হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘের সমন্বয়ক) এবং কন্যা বিভাবরী নায়েক, ডাঃ প্রতিভা রাজহংস এবং ভারতী কাহু এবং নাতি-নাতনি রয়েছে। আগামীকাল রবিবার (২০ ডিসেম্বর) এমজি বৈদ্যর শেষ যাত্রা শুরু হবে তাঁর বিদ্যাবিহার প্রতাপনগর নাগপুরের বাসভবন থেকে।

তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে আমবাজারি ঘাটে ।

ফকিরাগ্রামে ডাউন দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন সুরক্ষিত যাত্রীকুল

গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার সকালে কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত ফকিরাগ্রামে ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেসে আচমকা আগুন ধরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে আগুন নিভিয়ে ট্রেনকে মেরামত করে বিলম্বে দিল্লির উদ্দেশ্যে ছাড়া হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনও যাত্রী বা ট্রেন-ক্রুর হানি হয়নি।

জানা গেছে, উজান অসমের ডিব্রুগড় থেকে নয়াদিল্লিগামী ০২৪২৩ নম্বরের রাজধানী এক্সপ্রেসটি কোকরাঝাড় জেলার ফকিরাগ্রাম জংশনের কাছে যাওয়ার পর সকাল ১০:০৪ মিনিট নাগাদ আচমকা বি ৭ নম্বর বগির নীচ থেকে কালো ধোয়া বের হতে থাকে। ক্ষণিকের মধ্যে বগির নীচ থেকে দাউ দাউ করে আগুন বের হলে যাত্রীদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায়। আতঙ্কিত যাত্রীরা চেন টেনে ট্রেনের গতিরোধ করেন।

গাড়ি দাঁড়াতেই ঝাপিয়ে নেমে উদ্ধারকার্যে নেমে পড়েন এনসিসি-র এক যাত্রী দলে। তাঁরা অসম থেকে দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রদর্শনের জন্য অনুশীলনে যাচ্ছিলেন। তাঁরা খুঁজে বের করেন এসি থ্রি টায়ারের বি ৭ বগির ১৪৩১১৬/সি নম্বরের একটা চাকায় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছে। ইত্যবসরে ট্রেনে বিরাজিত অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ছুটে আসেন। তারা আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনার পর ট্রেনকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়া হয় ফকিরাগ্রাম জংশনে। সেখানে আরপিএফ, জিআরপিএফদের সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা চাকাটিকে মেরামত করেন। পরে প্রায় এক ঘণ্টা পর সকাল ১১:০৬ মিনিটে রাজধানী এক্সপ্রেস তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবল থেকে সৌভাগ্যক্রমে রাজধানী এক্সপ্রেস রক্ষা পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন হাজারো যাত্রী। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতির বিশেষ খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটের ফলই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন রেল কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এনএসইউআই এর দায়িত্বভার থেকে পদত্যাগ রুচি গুপ্তর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে উপনির্বাচনে ভরাডুবির পর কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্য চলে আসছে। তার নবতম সংযোজন হল দলের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর দায়িত্বভার থেকে পদত্যাগ করলেন রুচি গুপ্ত। তিনি নিজের ইস্তফা পত্র দলের সাংগঠনিক সম্পাদক কেসি বেনুগোপালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি টুইট করে জনমানসে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। মূলত কে সি বেনুগোপালের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ইস্তফা দিয়েছেন রুচি।

তিনি দাবি করেছেন, এনএসইউআইতে সাংগঠনিক রদবদল করতে দেরি হওয়ায় কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। বহুবার এই প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার কথা বলা হলেও তেমনটা করা হয়নি। ফলে তিনি নিজের দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। রুচি গুপ্তর পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ কি হবে তা এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দাবি রুচি গুপ্ত যে নিজের পদ থেকে পদত্যাগ করবে সেটা প্রত্যাশিত ছিল।

পড়ুয়াদের জন্য ফের উন্মুক্ত হল জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): আগামী ২১ ডিসেম্বর পড়ুয়াদের জন্য ফের খুলে দেওয়া হবে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর (ক্যাম্পাস)। করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে দিল্লির বাইরে থেকে আসা পড়ুয়াদেরকে সাতদিন পর্যন্ত একান্তবাসে থাকতে হবে। জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম জগদীশ কুমার জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দিশা নির্দেশ জারি করেছে তা মেনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে পর্যায়ক্রমে পড়ুয়াদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাঙ্গন এর মধ্যে সমস্ত পড়ুয়াকে আসার সুযোগ করে দিতে ইচ্ছুক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সকলকে সুরক্ষিত রাখা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড় প্রমোদ কুমার লিখিত নির্দেশিকা জারি করে চতুর্থ দফায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর খুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। বিজ্ঞানের পিএইচডির পড়ুয়াদের এবং অন্যান্য স্কলারদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষাগার গুলিও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যদিও সকলকে দিশা নির্দেশ মেনে চলতে হবে। করোনা বিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম স্বাভাবিক করতে শিক্ষাপ্রাঙ্গন খুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে চতুর্থবার শিক্ষাপ্রাঙ্গন পড়ুয়াদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর আগে ২ নভেম্বর, ১৬ নভেম্বর, ২ ডিসেম্বর প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিভাগ খুলে দেওয়ার কাজও সমানতালে হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় সিটি সেন্টারে ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের গণঅবস্থানের ১৩ দিনে অবস্থান করে। ছবি- নিজস্ব।

মিশনের হাত ধরে নবরূপে সেজে উঠছে করিমগঞ্জের টাউন হল, মিলেছে অর্থ মঞ্জুরি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : মিশনরঞ্জন দাসের হাত ধরে বাস্তবে রূপ পেতে চলছে করিমগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন টাউন হল। শহরের প্রাণকেন্দ্র রেডক্রস রোডের পার্শবর্তী স্থানে বিদ্যমান ব্রিটিশ আমলের টাউনহলকে নবরূপে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার।

করিমগঞ্জ শহরে একটি আধুনিক টাউন হল গড়ে তোলার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল মিশন দাসের। বিজেপির সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনের পাশে ব্রিটিশ আমলের পুরনো টাউন হল সংস্কারে কংগ্রেস সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ২০১৬ সালে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মিশনরঞ্জন দাস পুরনো টাউন হলকে আধুনিক রূপ দিতে তদ্বির শুরু করেন। মান্ধাতা আমলের অব্যবহৃত টাউন হলকে ভেঙে নবরূপে সাজিয়ে তুলতে রাজ্য সরকার প্রথম কিস্তি হিসেবে ৭৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি দিয়েছে। শনিবার দুপুরে জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা তুলে ধরেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস। তিনি জানান, এর জন্য বার-কয়েক আবেদন জানিয়ে রেখেছিলেন তিনি। অবশেষে দেরিতে হলেও এই সুসংবাদটি জেলাবাসীর কাছে তুলে ধরেন প্রাক্তন বিধায়ক দাস।

বিগত কিছুদিন থেকে দলীয় কাজে রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থান করার পর শনিবার দুপুরে এসে করিমগঞ্জে পৌঁছেই সোজা চলে আসেন দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে টাউন হল-এর ইতিবৃত্ত টেনে প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, এক সময় এই টাউন হলেই শহরের বিভিন্ন সভাসমিতি হয়েছে। কিন্তু শহরের ঐতিহ্যবাহী এই জরাজীর্ণ টাউন হল-এর সংস্কারে পূর্বতন সরকারের কোনও উদ্যোগ ছিল না। এমন-কি রাজ্যে সরকার থাকা সত্ত্বেও উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কংগ্রেসের কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ টাউন হল-এর উন্নয়নে কোনও পদক্ষেপ নেননি, আক্ষেপ করেন মিশন। এর জন্য বিধায়ক কমলাক্ষের তীব্র সমালোচনাও করেছেন তিনি।আজকের সাংবাদিক বৈঠকে মিশন দাস আরও বলেন, রাজ্যের ২৬টি জেলায় কালচারাল সেন্টার থাকলেও করিমগঞ্জ জেলায় কোনও কালচারাল সেন্টার নেই। এই কথা ভেবেই বিগত কয়েকবছর থেকে শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনের পার্শবর্তী এই জায়গায় টাউন হল তথা কালচারাল সেন্টারের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। রাজ্যে তখন কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু বিরোধী দলের বিধায়ক হিসেবে সে-সময় তরুণ গগৈ সরকারের কাছে তাঁর দাবি কোনও গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু রাজ্যে নিজের দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হতেই তিনি পুনরায় টাউন হল নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তবে দেরিতে হলেও রাজ্য সরকার এই টাউন হল-এর আধুনিকীকরণে অর্থ মঞ্জুরি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মিশন দাস। কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

সাংবাদিক বৈঠকে মিশনবাবু আরও জানান, টাউন হল আধুনিকীকরণে প্রায় ২ কোটি টাকার প্রয়োজন হতে পারে। সে-অনুসারে আবেদন জানানো হয়েছিল। প্রামমিকভাবে সরকার ৭৫ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে। প্রকল্পের বাকি টাকা আসতে কোনও ধরনের অসুবিধা হবে না। বিধানসভার পরবর্তী বাজেটেই এই খাতে আরও টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন অর্থমন্ত্রী। এদিন শহরের টাউন হল ছাড়াও রাতাবাড়ি, পাথারকান্দিতেও এ ধরনের উন্নয়নমুখি প্রকল্পের জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানান এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার, জেলা বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক ও দিলীপ দাস।

করোনা রুখতে বড়দিনের আগেই লকডাউন ঘোষণা ইতালিতে

রোম, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনার বেলাগাম সংক্রমণ রুখতে দেশজুড়ে আবারও লকডাউন জারি করার কথা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কন্তে। নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি ছুটির দিনগুলোতে রেড জোনের আওতায় থাকবে পুরো দেশ। অপ্রয়োজনীয় কোনও দোকান-পাট, রেস্তোরাঁ ও পানশালা খোলা রাখা যাবে না। বড়দিনের উৎসব এবং নতুন বছরকে ঘিরে সব উৎসব-আয়োজন বন্ধ থাকছে।

ইউরোপের মধ্যে করোনা সংক্রমণে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পোপের দেশে। দেশটিতে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৮ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আর আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ লাখ ২১ হাজার ৭৭৮। বর্তমানে সক্রিয় করোনা রুগীর সংখ্যা ৬ লাখ ২৭ হাজার ৭৯৮ জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ২ হাজার ৮১৯ জন। গত মাস দুয়েক ধরে ফের করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দেশটিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকেই করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হতে পারে। কিন্তু তবুও কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কন্তে। শুক্রবার তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, 'আগামী ২৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি এবং ৫ ও ৬ জানুয়ারি ইতালিজুড়ে রেড জোন জারি থাকবে। শুধুমাত্র জরুরি কাজ এবং চিকিৎসাসেবা নেওয়ার জন্যই বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন সাধারণ মানুষ। নয়া বিধিনিষেধে শুধুমাত্র বড়দিন ও নিউইয়ার উদযাপনের জন্য দু'জন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর অনুমতি দেওয়া হবে। লকডাউন পর্বে রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত নৈশ কার্ফু বলবৎ থাকবে।'

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি পরিদর্শন করেন বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। ছবি- নিজস্ব।

স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবি পাথারকান্দিতে পোস্টারিং অভিযান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি বিভিন্ন সংগঠনে

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : সমগ্র অসমের সঙ্গে সংগতি রেখে আজ শনিবার করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দিতেও বিষ্ণুপ্রিয়া স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এক পোস্টারিং অভিযান চালিয়েছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীয় ছাত্র সংগঠন, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি গণ সংগ্রাম পরিষদ।

আজ কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যাহন রাজকুমার সিনহার নেতৃত্বে দুটি সংগঠনের প্রায় অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা পাথারকান্দির বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পোস্টারিং অভিযান কর্মসূচি পালন করেছেন।

পোস্টারিং অভিযান কর্মসূচি শেষে অনুষ্ঠিত পথসভায় সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান রাজকুমার সিনহা বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, সরকার আমাদের অটোনমাস কাউন্সিলের দাবি নিয়ে বছরের পর বছর ধরে শুধু আশ্বাস প্রদান করে আসছে। কিন্তু প্রদত্ত আশ্বাস আর পূরণ করার নাম নেই। অটোনমাস কাউন্সিল না গড়ায় আজকের দিনে গোটা রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের জনগণ নানাভাবে পিছিয়ে পড়েছেন। আগামী ২৮ ডিসেম্বর রাজ্যন বিধানসভার অধিবেশনে তাঁদের এই দাবি পূরণ করতে বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজের হয়ে রাজকুমার সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজকের পোস্টারিং অভিযানে অন্যান্যেনদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন বিক্রম সিনহা, রাজু সিনহা, বিজুলি সিনহা, রাজু সিনহা (কুলি), কিশোর সিনহা, সঞ্জিত সিনহা, সমরজিৎ সিনহা, বিজু সিনহা, শ্যা মাপদ সিনহা প্রমুখ।

লক্ষ্য কেরল ও অসম বিধানসভা নির্বাচন, সম্পাদক নিয়োগ সোনিয়া গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): আগামী বছর কেরল ও অসমে বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কংগ্রেস। দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে এই দুই রাজ্যের জন্য সবমিলিয়ে ছয়জন সম্পাদক নিযুক্ত করলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। এরা প্রত্যেকেই রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে।

দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন যে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী অসম নির্বাচনে দলের সাফল্যের লক্ষ্যে

ছয়ের পাতায়

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে তরজা দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): একাধিক নাগরিক পরিষেবা নিয়ে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে আম আদমি পার্টি শাসিত আধা রাজ্য দিল্লির তরজা লেগেই রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা করার পর থেকে দুই রাজ্যের মধ্যে তরজা আরও বেড়ে গিয়েছে। দিল্লির করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল এমন দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ নাথ সিং। এবার পাল্টা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে কটাক্ষ করলেন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া।

শুক্রবার যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেছিলেন, দিল্লির জনসংখ্যার সমান পড়ুয়া উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক স্কুলে পড়ে। এ নিয়ে পাল্টা নিন্দায় সরব মণীশ সিসোদিয়া। তিনি জানিয়েছেন, এমন ধরনের বাহানা চলবে না। উত্তরপ্রদেশের মতন জনবহুল রাজ্য পড়ুয়াদের শিক্ষা না দিতে পারাটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। এতে রাজ্যবাসীর কোন দোষ নেই। দায়িত্ব সামলাতে না পারলে ছেড়ে দেওয়া উচিত। জনগণ সঠিক নেতাকে বেছে নেবে যে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে মণীশ সিসোদিয়া কথায় সঙ্গত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ থাক বা পাঁচ কোটি। ভালো শিক্ষা পরিষেবা দেওয়াটা সরকারের কর্তব্য। পড়ুয়াদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করাটা সরকারের অঙ্গীকারের মধ্যে পড়ে।

অপ্রতিরোধ্য বিজেপি, ৩৬ আসনের তিওয়া স্বশাসিত পরিষদে ৩২ আসনে ফুটেছে পদ্ম, ধরাশায়ী কং, চলছে গণনা

মরিগাঁও (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অপ্রতিরোধ্য ধারা বজায় রেখে দুরন্ত গতিতে চলছে বিজেপি। ৩৬ আসনের তিওয়া স্বশাসিত পরিষদে এখন পর্যন্ত ৩২টি আসনে বিজেয়ী হয়েছেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা। তবে এক আসনে টেনেটুনে জয়ী হয়ে মুখরক্ষা করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী। অবশ্য রাজ্য সরকারের শরিক অগপও একটি আসনে বিজয়ী হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৪ নম্বর গোভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মণি পাতর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই গত ১৭ ডিসেম্বর মোট ৩৬টি পরিষদীয় আসনের মধ্যে ৩৫টি আসনে যথাক্রমে মরিগাঁও, নগাঁও, হোজাই এবং কামরূপ (মেট্রো), এই চার জেলার মোট ৪০৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন ভোটার জনতা। মোট ১২৪ জনের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন ৪,৩৩,১৮৩ জন ভোটার। ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ২১,৮২৪০ এবং মহিলা ২১,৪৯৪২ জন। এছাড়া ছিলেন একজন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারও।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কারিনা বললেন, এবারও মা হয়ে দ্রুত কাজে ফিরব

সন্তান আর বলিউড দুই হাতে সামলানোর ব্যাপারে সুনাম আছে কারিনা কাপুর খানের। প্রথম সন্তান তৈমুর যখন গর্ভে, তখন ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে হেঁটেছিলেন। কেঁদেছিলেন সেদিন। কান্নার কারণ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, ‘প্রথমবার আমার সন্তান আমার সঙ্গে শো করল।’
তৈমুর জন্ম হওয়ার কয়েক মাসের ভেতরেই ওজন ঝরিয়ে আবার ছুটেছেন শুটিংয়ে। দ্বিতীয় সন্তানের বেলায়ও থেমে নেই কাজ। লাল সিং চাড্ডা সিনেমার শুটিং করলেন দ্বিতীয় সন্তানকে গর্ভে নিয়ে। এখানেই শেষ নয়নিয়মিত চালিয়ে গেছেন ‘হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট’ টক শো। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তিনি। ঘটা করে ফটোসেশনেও অংশ নিয়েছেন।
গর্ভাবস্থায় কাজ করা নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম মুম্বাই মিররকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারিনা বলেন, ‘গর্ভাবস্থা খুবই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। কাজ বন্ধ থাকবে কেন? আমি তো অসুস্থ নই। সাইফকে কেউ জিজ্ঞেস করে না, বিয়ের পরেও অভিনয় করবেন? বাবা হওয়ার পরেও কাজে ফিরবেন? কত দিন পরে ফিরবেন? তাহলে আমাকে কেন? আমার মনে হয়, মা কাজ করলে গর্ভের সন্তানও খুশি থাকে। আনন্দে থাকে। অন্তত আমার এ রকম অনুভব হয়। গর্ভাবস্থায় কাজ করা যাবে না এমন অদ্ভুত কথা কোথায় লেখা আছে? আমি এবারও মা হয়ে যত দ্রুত সম্ভব কাজে ফিরব।’
কারিনা আরও বলেন, ‘সাইফ বুঝতে পারে, মা হওয়া যেমন জীবনের অংশ, কাজও তেমনি। মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রীএকজন পুরুষের মতোই সবার কাজ করার সমান অধিকার আছে। সাইফ আমাকে বোঝে, আমি কী চাই তা বোঝে। আমার মনে হয় সাইফ তাঁর মাকে দেখে এগুলো শিখেছে।’কারিনাকে সর্বশেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে আংরেজি মিডিয়াম সিনেমায়।

মা হতে চলেছেন নেহা,জানালেন নিজেই

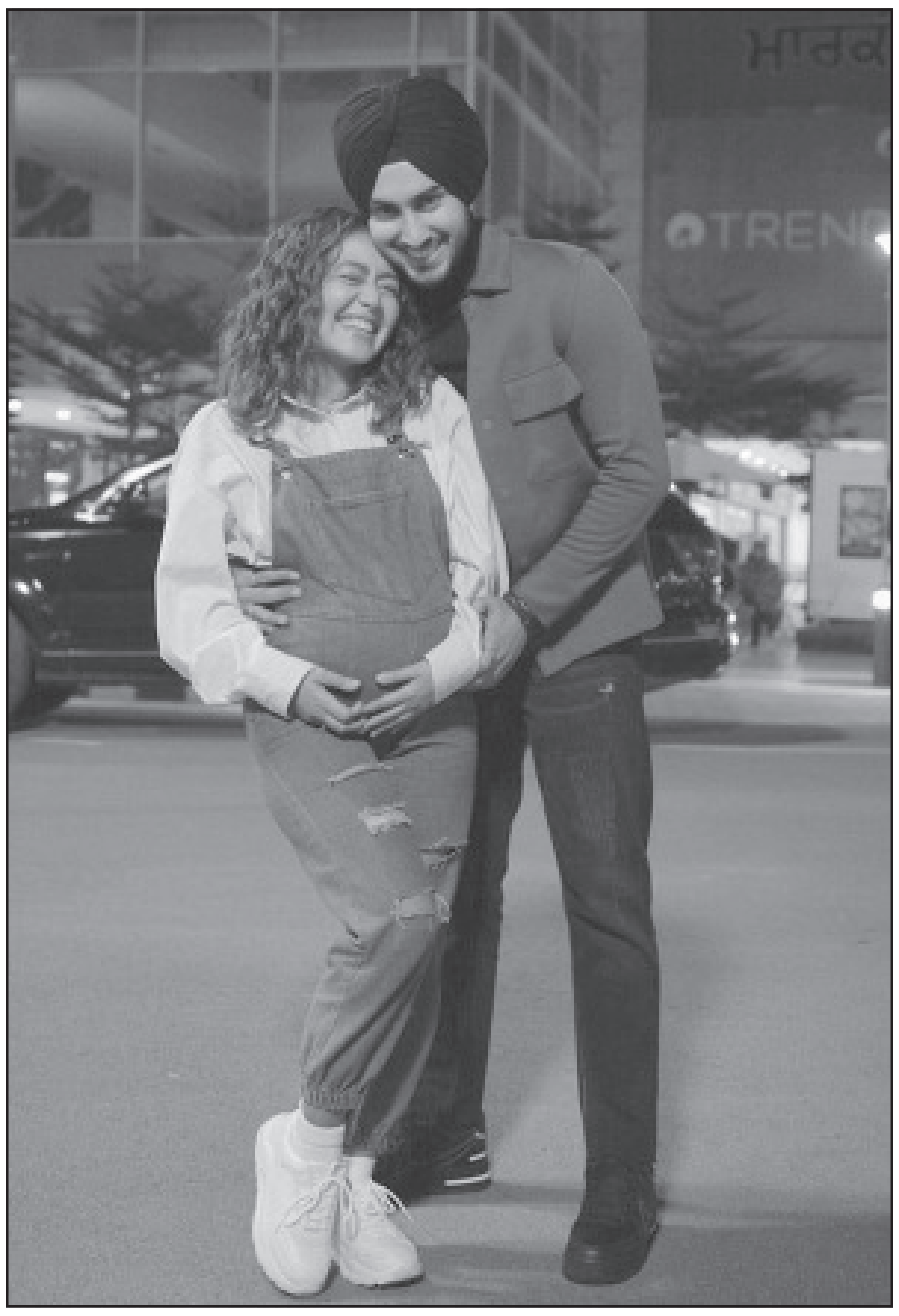

নেহা যে প্রেম করছেন, তা আগে থেকে কেউ টের পায়নি। বিয়ের খবরও এল হুট করে। আর আজ সকালে জানা গেল, মা হতে চলেছেন তিনি।
অক্টোবরের ৯ তারিখে রোহানপ্রীত সিংকে ট্যাগ করে ইনস্টাগ্রামে নেহা লিখেছিলেন, ‘তুমি আমার’। অন্যদিকে

শুক্রবার সকালে বলিউডের সংগীততারকা নেহা কক্কর একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে নেহা আর নেহার জীবনসঙ্গী রোহান প্রীত সিং। নেহা দুহাত দিয়ে ‘বেবি বাম্প’ আগলে রেখেছেন। আর নেহাকে ধরে আছেন রোহান। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার খেয়াল রেখো।’ নেহার এ ছবির মন্তব্যের ঘরে রোহানও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে ভোলেননি। লিখেছেন, ‘অবশ্যই, এখন তো খেয়াল রাখতেই হবে।’
মাত্র ২ ঘণ্টায় ১৫ লাখ লাইকের সঙ্গে দেখা গেল আড়াই হাজার মন্তব্য। সেখানে নেহার পরিবারের সদস্যরাসহ অনেকেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন। পুরো ঘটনা কেবল একটি দিকেই নির্দেশ করছে। মা হতে চলেছেন ৩২ বছর বয়সী নেহা, বাবা ২৬ বছরের রোহান।
কয়েক মাস ধরেই একের পর এক ঘটনা হয়ে নিয়মিত গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়ে আছেন নেহা। গান, প্রেম, মিউজিক ভিডিও, বিয়ে, হানিমুন, বিগ বস, দ্য কপিল শর্মা শো, ইন্ডিয়ান আইডলখবর থেকে নামছেনই না নেহা। পত্রিকার পাতা বা অনলাইন, আর কেউ থাকুক বা না থাকুক, নেহা আছেনই। ইনস্টাগ্রামে অনুসারী সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। প্রথম ভারতীয় সংগীত তারকা হিসেবে ইনস্টাগ্রামে তিনি পার করেছে পাঁচ কোটি ভক্তের মাইলফলক।
‘কালা চশমা’ ‘ও সাকি সাকি’, ‘দিলবারে’র মতো অসংখ্য সুপারহিট গানের শিল্পী নেহা কক্কর বিয়ে করেছেন অক্টোবরের ২৪ তারিখে। বিয়ের খবর পুরোনো হতে না হতেই দুই মাসের ভেতর এল মা হতে যাওয়ার সুসংবাদ। নেহা কী নিয়ে আলোচনায় আসবেন, তা অনুমান করা মুশকিল। কেননা, রোহানও একটি প্রেমপূর্ণ ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘আমার হৃদয়ের টুকরোকে চিনে নিন।’ তিনি আরও লিখেছিলেন, ‘ভালোবাসা, জেনে রাখো, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই আমার হৃদয়ে খুশির লহর বইছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার সব কষ্ট আমার। আর বিনিময়ে আমি পৃথিবীর সমস্ত সুখ তোমার চরণে সমর্পণ করতে চাই।’ এভাবেই তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক সামনে আসে।
২০০৭ সালে ‘সারেগামাপা’ লিল চ্যাম্পসের প্রতিযোগী ছিলেন রোহানপ্রীত সিং। রাইজিং স্টারের দ্বিতীয় সিজনেও দেখা দিয়েছেন রোহান। সেবার বিচারকের আসনে ছিলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, শংকর মহাদেবান ও মোনালি ঠাকুর। বছরের শুরুতে শেহনাজ গিলের কারারস টিভার শো ‘মুঝছে শাদি কারোগি’তেও দেখা দিয়েছিলেন তিনি। তবে সব ছাপিয়ে এই মুহূর্তে রোহানের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি নেহা কক্করের জীবনসঙ্গী। নেহার প্রথম হিট গান ‘ককটেল’ সিনেমার ‘সেকেন্ড হ্যান্ড জাওয়ানি’। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি নেহাকে। ‘সানি সানি’, ‘কার গ্যায়ি চুল’, ‘বাদরি কি দুলহানিয়া’, ‘সাকি সাকি’, ‘দিলবার দিলবার’, ‘কোকা-কোলা’, ‘মে তেরা বয়ফ্রেন্ড’, ‘দ্য হুক আপ সং’য়ের মতো একের পর এক হিট গান উপহার দিয়েছেন তিনি। এই সময়ের বলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্লেব্যাক সিংগারদের ভেতর অন্যতম। বলিউড তারকাদের মধ্যে কারিনা কাপুর খান দ্বিতীয়বারের মতো মা হতে চলেছেন। আর প্রথমবার মা হবেন আনুশকা শর্মা।

আত্মঘাতী অভিনেত্রী চিত্রার স্বামী গ্রেপ্তার

আত্মহননে মৃত্যুর ষষ্ঠ দিনে অভিনেত্রী চিত্রার ব্যবসায়ী স্বামী হেমন্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ৯ ডিসেম্বর ভারতের চেন্নাইয়ের নসরপেট এলাকার এক হোটেলকক্ষে চিত্রার ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া যায়। পুলিশের সন্দেহ, ২৮ বছর বয়সী ওই অভিনেত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন তাঁর স্বামী।
ভিজে চিত্রা ‘পানদিয়ান স্টোরিজ’, ‘সারাভানান মিনাচ্চি’, ‘ডার্লিং ডার্লিং’সহ বেশ কিছু তামিল ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। দুই মাস আগে গোপনে হেমন্তকে বিয়ে করেন তিনি। জানুয়ারিতে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই আত্মহত্যা করলেন চিত্রা। পুলিশের ধারণা, আর্থিক অনটনের কারণে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। তবে তদন্তে জানা গেছে, তাঁর হাতে একাধিক কাজ ছিল। তাঁর মায়ের অভিযোগ, শারীরিক নির্যাতনের কারণেই তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।
চিত্রার অপমৃত্যু মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা এসিপি সুদর্শন জানান, টেলিভিশন সিরিয়ালে নায়কদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে চিত্রার অভিনয় পছন্দ করতেন না হেমন্ত। এর জের ধরে প্রায়ই তাঁদের ভেতর কলহ সৃষ্টি হতো। ঘটনার দিন একই বিষয় নিয়ে গন্ডগোলের একপর্যায়ে চিত্রাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেও দেন হেমন্ত।
দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, ‘কয়েক দিন ধরেই আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। এই পর্যায়ে এসে আমাদের মনে হচ্ছে, চিত্রার মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর স্বামীর একটা যোগ রয়েছে। বেশ কিছু ঘটনা সে রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ জন্য আমরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলা করেছি। সেই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
হাসিখুশি, প্রাণবন্ত চিত্রার আত্মহত্যা ঘিরে একরাশ ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে চিত্রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে তাঁকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। চিত্রার সেই ভিডিওতে কোনো একটি সেট দেখা গেছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, এই তামিল অভিনেত্রী একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন কী ঘটল যে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হলো। অন্যদিকে অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে এই অভিনেত্রী মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।
চেন্নাইয়ের ব্যবসায়ী হেমন্তকে গোপনে বিয়ে করেছিলেন চিত্রা। তাঁর সঙ্গে সেখানকার একটি হোটেলে ছিলেন তিনি। ঘটনার দিন রাত ২টা ৩০ মিনিটে শুটিং সেরে হোটেলে ফিরেছিলেন চিত্রা। হেমন্তের জবানবন্দি অনুযায়ী, শুটিং সেরে হোটেলে ফিরে চিত্রা স্নান করার জন্য স্নানঘরে ঢুকেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে হেমন্ত স্নানঘরের দরজায় কড়া নাড়েন। এরপরও সাড়া না পেয়ে তিনি হোটেলের কর্মচারীদের বিষয়টা জানান। তখন নকল চাবির সাহায্যে হোটেলের স্নানঘরের দরজা খুলে চিত্রাকে সিলিংয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

হানিমুন শেষ, শুটিংয়ে কাজল

হানিমুন শেষ। এবার কাজে ফেরার পালা। কাজল আগারওয়ালও কাজে ফিরলেন গতকাল মঙ্গলবার। তবে এবার একা নন। শুটিং সেটে এলেন স্বামী গৌতম কিসলুকে সঙ্গে নিয়েই।
গতকাল আচার্য্য ছবির শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন সদ্য বিবাহিত দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী কাজল আগারওয়াল। হায়দরাবাদে ছবির সেটে কাজলদের জন্য ছিল সারপ্রাইজ। মহাতারকা চিরঞ্জীবী এবং কলাকুশলীরা অপেক্ষায় ছিলেন কখন সেটে আসবেন তিনি। স্বামীসহ কাজল আসতেই ফুলেল শুভেচ্ছায় ভরে যায় শুটিং সেট। কেকও কাটা হয়। জ্যেষ্ঠ অভিনেতা চিরঞ্জীবী আশীর্বাদ করেন নতুন এই যুগলকে।
কাজলের জীবনসঙ্গী গৌতম কিসলু নিজে গিয়ে প্রথম দিন শুটিং সেটে দিয়ে এসেছেন কাজলকে। শুভেচ্ছা মালা পরা দুজনের ছবি টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শুটিং—সংশ্লিষ্ট অনেকেই। পরিচালক কোরাতালা শিবা ও শুটিং ইউনিটের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এই ছোট অনুষ্ঠানে।
গত ৩০ অক্টোবর প্রেমিক গৌতম কিসলুর সঙ্গে বিয়ে হয় দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী কাজল আগারওয়ালের। করোনার সংক্রমণের কারণে একদমই কাছের বন্ধু ও আত্মীস্বজনকে নিয়ে বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর হানিমুন সারতে দুজন পারি জমান মালদ্বীপে। সেখানে যে দুজন খুব চমৎকার ও আনন্দঘন সময় কাটিয়েছেন, তা বোঝা গেল তাঁদের ইনস্টাগ্রামে ঘুরে। পানির নিচের তাঁদের রোমাঞ্চকর সব ছবি ভক্তদের মন জুড়িয়েছে।
হানিমুন থেকে ফিরেই কাজে যোগ দিয়েছেন কাজল। এরই মধ্যে একটি হরর ছবিতেও ‘হ্যাঁ’ বলে দিয়েছেন। এরপরই যোগ দিয়েছেন হায়দরাবাদে আচার্য্য ছবির শুটিংয়ে। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে চিরঞ্জীবীকে। এর আগে এই চরিত্রে তৃষার কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু সৃজনশীল ভাবনার অমিল হওয়ায় তৃষা বাদ পড়েন। আচার্য্য সিনেমা হলে দেখা যাবে আগামী বছর।

মাদক কেলেঙ্কারি : দীপিকাদের ডিলিট করা তথ্য উদ্ধার করা হচ্ছে

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে বলিউডের মাদক সংশ্লিষ্টতার নানা দিক। মুম্বাইয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবির) জেরার মুখে দীপিকা পাড়ুকোন, সারা আলী খান ও শ্রদ্ধা কাপুর মাদক-সংশ্লিষ্টতা ও সুশান্ত সিং রাজপুতের ব্যাপারে অনেক গোপন কথাই স্বীকার করেছেন। এই জেরার ফলস্বরূপ দীপিকা, সারা ও শ্রদ্ধার মুঠোফোন জব্দ করেছে এনসিবি। এবার বাজেয়াপ্ত করা সেই ফোনের ডিলিট করা তথ্য উদ্ধার করা হচ্ছে।বলিউডের মাদক কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ৮৫টি গ্যাজেট বাজেয়াপ্ত করেছিল এনসিবি। এবার সেই মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট এবং পেনড্রাইভগুলো থেকে ডিলিট করা তথ্য উদ্ধারের কাজ চলছে। যদিও এই তারকারা প্রত্যেকেই এনসিবিতে আসার আগে আইটি বিভাগ ও আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে গিয়েছিলেন। সুশান্তের প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী, তাঁর ভাই শৌভিক চক্রবর্তীসহ দীপিকা পাড়ুকোন, সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুর, রাকুল প্রীত সিংয়ের মতো বলিউড তারকাদের ফোনের সব তথ্য কপি করে ফেরত দেওয়া হয়। এখন সেগুলো বিশ্লেষণ করে মুছে ফেলা তথ্যগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। ভারতের একাধিক গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত গ্যাজেটগুলো গুজরাটে ডিরেক্টরেট অব ফরেনসিক সায়েন্সে পাঠানো হয়েছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এখন ফোন, ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভগুলো থেকে তথ্য বের করছেন। ইতিমধ্যেই ৩০টি ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্য পৌঁছে গেছে এনসিবির ঠিকানায়।মাদক কেলেঙ্কারির তালিকায় যে বলিউড তারকাদের নাম উঠেছে, তাঁরা প্রত্যেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী দাবি করেছিলেন, তাঁর প্রেমিক ও প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত নিয়মিত মাদক নিতেন। কিন্তু তিনি নিতেন না। একই সুর শোনা গেছে শ্রদ্ধা কাপুরের গলায়। এই বলিউড অভিনেত্রী এনসিবির কাছে জানান যে সুশান্ত নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। কিন্তু শ্রদ্ধা কাপুর কখনো মাদক নেননি। সারা আলী খান জানিয়েছেন, তিনি সিগারেট খেয়েছেন মাত্র। মাদক নেননি। দীপিকা পাড়ুকোন জানিয়েছেন, তিনি সিনেমায় ছাড়া বাস্তবে কখনো সিগারেটও খাননি। এদিকে রাকুল জানিয়েছিলেন, তিনি বাড়িতে অন্যের জন্য মাদক রাখলেও নিজে কখনো চেখে দেখেননি।

শনিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফ ও টিওয়াইএফ আয়োজিত করে এক র‍্যালীর। ছবি- নিজস্ব।

অমিত শাহর আগমন ঘিরে শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটির আশ্রম ঘরে এখন সাজো সাজো রব

বোলপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : একতারা উপহার দিয়ে বরন, আর বাউল রীতি মেনে পদ প্রখ্যালন। শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটির ''আশ্রম ঘরে'' এখন সাজো সাজো রব।

মাটির আশ্রম ঘরে দেওয়ালে খড়ির প্রলেপ পরেছে। খেজুর পাতায় বোনা আসন, আর চটের উপর উল দিয়ে বোনা আসন পাতা হচ্ছে অতিথিদের জন্য। একচিলতে আশ্রম ঘরে মাটিতে বসেই রাঙ্গামাটির বাউল গান শুনবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

গায়ক বাসুদেব দাস বাউল। ঊর্মিলা দাস বাউল। ছেলে শুভময় দাস ঠমক বাজাবেন। মেয়ে সুমনা দাস দোহার হিসাবে সঙ্গ দেবেন।। কারন সম্পূর্ণ পরিবারটাই বাউল শিল্পী। গানই বাউল সাধনার অঙ্গ।ইতিমধ্যেই ইউরোপ লন্ডন সহ একাধিক দেশে বাউল গান পরিবেশন করেছে এই বাউল পরিবার।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী বাড়ির উঠোনে পৌছতেই বাউল রীতি মেনে পদ প্রখ্যালন করে দেবেন ঊর্মিলা দাস বাউল।কাঁসার থালার উপরে গুরু জন দের পা রেখে তা ধুয়ে দেবার রীতি। ঊর্মিলা দাস বাউলের কথায়, 'উনি কি দল করেন আমাদের কাছে কোন বিষয় নয়। উনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গুরুজন তাই এই রীতি মেনে চলব আমরা।'

এরপরই আশ্রম ঘরে নিয়ে বসানো হবে অমিত শাহকে। সেখানে আছে শিবের মূর্তি। তাতে শ্রদ্ধা জানানোর পরেই বাউল শিল্পী বাসুদেব দাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে এক তারা তুলে দিয়ে তাকে বরন করবেন তারপরেই পরিবারের সকলে মিলে শোনাবেন বাউল গান।' একবার ভেবে দেখ মন পাখি/ জন্মভূমি মায়ের কাছে দেনা আছে নাকি।'

সেই আশ্রম ঘরে মাটিতে বসবেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ শুনবেন বাউল গান।ভবাপাগলর সেই বিখ্যাত গান - ' ওরে মানুষ! দেখবি যদি আল্লা ভগবান।/ ছেড়ে দে তোর হিংসা বৃত্তি, সেই তো বিঘ্ন অতি প্রধান।'

সেটা শেষ হতেই পাশের ঘরে দুপুরের খাবার খাবেন অমিত শাহ। মোট ৬ জন উপস্থিত থাকবেন সেখানে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমিত শাহ, কৈলাস বিজয় বর্গীয়, মুকুল রায় ও অনুপম হাজরা ও আরও দুই জন। কাঠের পিঁড়িতে বসে মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করবেন অমিত শাহ। সামনে থাকবে কাঠের টু। ঊর্মিলা দাস বাউল নিজের হাতে কাঠের আগুনে রান্না করা খাবার পরিবেশন করবেন। খাবারের মেন্যুতে থাকছে ভাত, রুটি, মুগের ডাল আলু পোস্ত, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, পাঁপড়, চাটনি ও টক দই খাবেন। এছাড়াও নলেন গুড়ের রসগোল্লা ব্যবস্থা থাকছে।

বাসুদেব দাস বাউল বলেন, আমরা যা খাই, তাই উনার পাতে তুলে দেব। গান তো অনেক শোনানোর ইচ্ছে আছে। উনার কাছে চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। তবে আমাদের বাউল জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে আমার।'

শুভময় দাস বাউল বলেন, আমরা দল করি না। আমরা গান করি। উনার মতো বিশিষ্ট জন আমাদের বাড়িতে আসবেন, খাওয়া দাওয়া করবেন। এটাই আমাদের কাছে পরম প্রাপ্তি। আগামী দিনে যদি অন্য কোন দলের কেউ আমাদের বাড়িতে এসে খান, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

অন্যদিকে শান্তিনিকেতন সফরে এসে বিশ্বভারতীর উত্তরাযন চত্বরে এসে কবি কক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন অমিত শাহ। পরে সঙ্গীত ভবনের সংস্কৃতি মঞ্চে বাউল ও রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনবেন অমিত শাহ। সেখান থেকে যাবেন বাংলা দেশ ভবনে। সেখানে বিশ্বভারতী কর্মী আধিকারিক দের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে মিলিত হবেন অমিত শাহ। পরে বোলপুরে রোড শো করবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আপনিও তো কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল গড়েছেন, তৃণমূলনেত্রীকে একহাত অমিত শাহর

মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি স)। 'দিদি আপনি দল ভাঙানির কথা বলেন। কিন্তু আপনার কোন দল? আপনিও তো কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল গড়েছেন।''

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শনিবার এই সুরেই মেদিনীপুরের সভায় আক্রমণ করেন অমিত শাহ। অমিতবাবু বলেন, ''দেখুন এখন আপনার দল থেকেই কত নেতাকর্মী আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। ভোটের আগে আপনি পুরো একা রয়ে যাবেন। আপনি এখন এই রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের ভবিষ্যত আপনি দেখতে পান না। আপনার নজরে শুধুই আপনার ভাইপো।''

বাংলার কৃষকদের কথা তুলে ধরে অমিতবাবু এদিন তৃণমূলকে উৎখাত করার কথা বলেন। বলেন, 'বাংলার কৃষকেরা বঞ্চিত কেন্দ্রের সাহায্য থেকে। মোদী পাঠাচ্ছেন ৬ হাজার টাকা। তা কেউ পাচ্ছেন না। তৃণমূলকে উৎখাত না করলে কেউ সেই টাকা পাবেন না। কেউ আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।'

২০০'র বেশি আসন পেয়ে রাজ্যে সরকার গড়বে বিজেপি। বাংলার কোনও বিকাশ হয়নি। হয়েছে শুধু তোলাবাজির শিল্প। যা সুনামি আমি বাংলায় দেখছি, নির্বাচন আসতে আসতে দিদি একা হয়ে যাবেন। মা-মাটি-মানুষকে 'তুষ্টিকরণ, তোলাবাজি আর ভাতিজাকরণ' করে ফেললেন দিদি। অথচ মোদী ১০০০ হাজার কোটি টাকা পাঠিয়েছেন, বাংলার কৃষকরা একটি টাকাও পাননি, কেন?

অমিতবাবু বলেন, পাঁচ বছর আমাদের দিন, বাংলাকে সোনার বাংলা গড়ে দেখাব। তৃণমূল সরকারকে উপড়ে না ফেললে কেন্দ্রের টাকা পাওয়া যাবে না। সব সমস্যার সমাধান একমাত্র বিজেপিই করতে পারবে। এই কারণে নির্বাচন পর্যন্ত আমাদের সব কর্মীরা তৃণমূলকে হারানোর কাজ করবে। এটাই তৃণমূলের শেষের শুরু।

শুকিয়া স্ট্রীটে শুভেন্দুর বাড়ির সামনে মুখ্যমন্ত্রীর ছেঁড়া পোস্টার

কলকাতা, ১৯ডিসেম্বর (হি. স.): পূর্ব জল্পনাকে সত্যি করে শনিবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে এদিন তাঁর যোগদানের আগেই শুকিয়া স্ট্রীটে শুভেন্দুবাবুর বাড়ির সামনে ছিঁড়ে ফেলা হল মুখ্যমন্ত্রীর কাট আউট। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

ছয়ের পাতায়

কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি মায়াবতীর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকদের অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত। সিংঘু সীমান্ত কার্যত আন্দোলন নগরীতে পরিণত হয়েছে। কৃষকদের দাবি অবিলম্বে তিনটি নতুন আইন প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আইন সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষকরা নিজেদের দাবিতে অনড়। ফলে আন্দোলন অব্যাহত। এদিকে কৃষকদের দাবি মেনে নিয়ে আইন প্রত্যাহারের পরামর্শ কেন্দ্রকে দিলেন বিএসপি সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী।

শনিবার মায়াবতী জানিয়েছেন, কৃষকদের দাবি মেনে তিনটি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত কেন্দ্রের । আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে কঠোর মনোভাব নেওয়া উচিত নয় কেন্দ্রের। কৃষকদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সহমর্মিতা বোধ থাকা প্রয়োজন। দল হিসেবে বিএসপি এটাই দাবি করছে কেন্দ্রের কাছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত ২৬ নভেম্বর থেকে হরিয়ানা-দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আন্দোলন করে চলেছে কৃষকরা। দিল্লির বিজ্ঞানভবনে একাধিকবার বৈঠকে বসার সত্বেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি

৩ বেড়ে ওডিশায় মৃত্যু ১,৮৩২ জনের, মোট করোনা-আক্রান্ত ৩,২৫,৮৬১

ভুবনেশ্বর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ওডিশায় ফের কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, সুস্থতাও বেড়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৬ জন। ফলে ওডিশায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২৫,৮৬১। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮৩২। সুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে ওডিশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,২০,৯৪৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৩৬৩ জন।

শনিবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩৫৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২৫,৮৬১। ওডিশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,০২৯ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,২০,৯৪৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৮৩২-এ পৌঁছেছে।

দিল্লি ও কলকাতায় একই দলের সরকার থাকলে তাহলেই রাজ্য এগোবে : শুভেন্দু অধিকারি

মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : ''দিল্লি ও কলকাতায় একই দলের সরকার থাকলে তাহলেই রাজ্য এগোবে। তা না হলে রাজ্য ক্রমশই পিছোতে থাকবে।'' শনিবার দুপুরে বিজেপিতে যোগ দিয়ে তাঁর ভাষণে সদ্যপ্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি এই মন্তব্য করেন।

শুভেন্দুবাবু বলেন, 'দিন কয়েক আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে বলেছিলেন ১৯৯৮ সালে দল গঠনের পর এখানে লড়াই করে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। আমরা দলে যোগ দিয়েছিলাম ১৯৯৯ সালে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন অধিকারিদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। এবারও তিনি দ্বিতীয় হবেন। কারণ মেদিনীপুর তাঁকে কিছু দেবে না।

একইসঙ্গে, দুই মেদিনীপুরের স্থানীয় বিজেপি নেতাদের আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেছেন, 'নিশ্চিন্তে থাকুন, শুভেন্দু মাতব্বরি করতে, খবরদারি করতে বিজেপিতে আসেনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি, আকাশ থেকে পড়িনি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টাই আমি রাজনীতি করি। কোনও চিন্তা নেই, কাল থেকেই বুথে বুথে নেমে পড়ব। দেওয়াল লিখব, পোস্টার লিখব কোনও চিন্তা নেই।

তোলাবাজ ভাইপো হাটাও আহ্বান শুভেন্দু অধিকারির

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : 'তোলাবাজ ভাইপো হাটাও।' শনিবার বারবেলায় বিজেপিতে যোগ দিয়েই নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই তোপ দাগলেন শুভেন্দু অধিকারি।

এই স্লোগান তিনি তিনবার পরপর দেন। একবারও অভিষেকের নাম করলেও ভাইপো বলতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই যে নিশানা করেছেন শুভেন্দুবাবু, তা নিয়ে সংশয় নেই কারও মনে। একইসঙ্গে তিনি কেন বিশ্বাসঘাতক, তা নিয়েও সাফাই দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী। শনিবার দুপুর ২টো ৫২ মিনিটে অমিত শাহের হাত থেকে পতাকা নিয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন শুভেন্দুবাবু।

তৃণমূল যে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলেছে, তার উত্তরে শুভেন্দু বলেন, 'আমি বিশ্বাসঘাতক। আমায় বিশ্বাসঘাতক বলছে। গত ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কার সঙ্গে জোট করেছিল। সেটা ভুলে গিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে এনডিএ জিতেছিল, তখন তৃণমূল সঙ্গে ছিল। সেসব কথা কী করে ভুলে গেলেন।'

একইসঙ্গে নিজে যে বিশ্বাসঘাতক নন, সেই যুক্তির স্বপক্ষে তাঁর মন্তব্য, 'তৃণমূল বলছে মা'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার মা গায়েত্রী অধিকারি। তাঁর সঙ্গে কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। সেই মায়ের পর আমার মা ভারতমাতা। এই দুই মা'এর সঙ্গে কোনওদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, করবও না। কিন্তু এই দুই জন বাদে অন্য কাউকে মা বলতে পারব না। বলবও না।

আগামী ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে ৩০ কোটি জনগণকে প্রতিষেধক দেওয়া চলবে ভারত হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা মোকাবিলার জন্য গঠিত উচ্চস্তরীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে ২২ বার এই বৈঠক বসল। শনিবারের বৈঠকে সকলকে আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে দেশের প্রায় ৩০ কোটি জনসংখ্যাকে প্রতিষেধক দেওয়ার পর্যায়ে থাকবে ভারত।

করোনায় আক্রান্তের বৃদ্ধির হার ২ শতাংশে নেমে গিয়েছে। মৃত্যুর হার ১.৪৫ শতাংশ। ভারত বিশ্বের সেইসব দেশে তালিকার মধ্যে রয়েছে যেখানে করোনায় মৃত্যুর হার সবচাইতে কম। সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৯৫.৪৬ শতাংশ। প্রতিদিন ১০ লাখেরও বেশি পরীক্ষা দেশে হচ্ছে। দেশের মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের হার ৬.২৫ শতাংশ।

এদিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শংকর, অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হরদীপ পুরি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অশ্বিনীকুমার চৌবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নীতি আয়োগ এর স্বাস্থ্য বিষয়ক সদস্য ডা: বিনোদ কে পাল, প্রধানমন্ত্রী দফতর এর উপদেষ্টা অমরজিৎ সিং প্রমুখ। গোটা বৈঠক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

এনএসইউআই এর দায়িত্বভার থেকে পদত্যাগ রুচি গুপ্তর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে উপনির্বাচনে ভরাডুবির পর কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্য চলে আসছে। তার নবতম সংযোজন হল দলের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর দায়িত্বভার থেকে পদত্যাগ করলেন রুচি গুপ্ত। তিনি নিজের ইস্তফা পত্র দলের সাংগঠনিক সম্পাদক কেসি বেনুগোপালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি টুইট করে জনমানসে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। মূলত কে সি বেনুগোপালের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ইস্তফা দিয়েছেন রুচি।

তিনি দাবি করেছেন, এনএসইউআইতে সাংগঠনিক রদবদল করতে দেরি হওয়ায় কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। বহুবার এই প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার কথা বলা হলেও তেমনটা করা হয়নি। ফলে তিনি নিজের দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। রুচি গুপ্তর পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ কি হবে তা এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দাবি রুচি গুপ্ত যে নিজের পদ থেকে পদত্যাগ করবে সেটা প্রত্যাশিত ছিল।

কতটা দ্রুত সাবলম্বী হয়ে উঠছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আমাদের চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র সাবলম্বী হওয়া নয়, কতটা দ্রুত এই লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারছি সেটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার অ্যাসোচ্যামের ফাউন্ডেশন সপ্তাহের অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বণিকসভার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার নীতি পরিবর্তন করতে পারে, তবে এই সমর্থনকে সাফল্যে রূপান্তরিত করা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের দায়িত্ব। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১০০ বছর ধরে, ভারতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং সাধারণ নাগরিককে সহায়তা করার জন্য অ্যাসোচ্যাম এবং সমগ্র টাটা গোষ্ঠী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। অ্যাসোচ্যামের প্রথম ২৭ বছর ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে, পরবর্তী ২৭ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে তখন আপনারা নির্দ্বিধায় নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, আমাদের চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র সাবলম্বী হওয়া নয়, কতটা দ্রুত এই লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারছি সেটাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভবিষ্যতে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য, আপনাদের সকলকে সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছে বিশ্ব। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ যেমন আসবে, তেমনই সমাধান আসবে। তাই এখন থেকেই দেশ-গঠনের লক্ষ্যপূরণে আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে এবং কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ভারতীয় অর্থনীতির উপর আস্থা রয়েছে গোটা বিশ্বের। করোনাভাইরাস মহামারীর সময় গোটা বিশ্বে যখন বিনিয়োগ নিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন রেকর্ড পরিমান এফডিআই পেয়েছি আমরা। এই আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে হলে দেশীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে আমাদের। প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও জানান, সরকার নীতি পরিবর্তন করতে পারে, তবে এই সমর্থনকে সাফল্যে রূপান্তরিত করা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের দায়িত্ব এবং স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলা। বিগত ৬ বছরে, আমরা ১৫০০টিরও বেশি পুরানো আইন বাতিল করেছি। দেশের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে নিয়মিত নতুন নতুন আইন তৈরি করছি আমরা। কয়েকমাস আগে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার আনা হয়েছে, এর ফলে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন।

জয়রামকে ক্ষমা করলেন দোভাল-পুত্র, কারাভান ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে মামলা চলবে

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): অবমাননাকর বিবৃতি এবং অনুচ্ছেদের জন্য কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এবং কারাভান ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভালের ছেলে বিবেক দোভাল। কিন্তু, জয়রাম রমেশ দোভালের ছেলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, তাই বিবেকও তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। দিল্লির আদালতও মানহানির মামলা ক্লজ করে দিয়েছে। তবে, কারাভান ম্যাগাজিন এবং সাংবাদিক কৌশল শ্রফের বিরুদ্ধে মামলা চলবে। কারণ কারাভান ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত ক্ষমা চাওয়া হয়নি।

শনিবার অজিত দোভালের ছেলে বিবেক দোভাল জানিয়েছেন, ''জয়রাম রমেশ ক্ষমা চেয়েছেন, আমরা তা স্বীকার করেছি। কারাভান ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মানহানির মামলা চলবে।'' দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতের অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারপতি সচিন গুপ্তার এজলাসে হাজির হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন জয়রাম রমেশ। বিবেক দোভালের কাছে ক্ষমা চেয়ে জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, নির্বাচনের সময় হওয়ার কারণে, উত্তেজনাবশত বিবেক দোভালের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলাম এবং একাধিক অভিযোগ এনেছিলাম। অবশ্যই যাচাই করা উচিত ছিল আমার। প্রসঙ্গত, ''ডি কোম্পানি'' টাইটেলের একই আর্টিকেল প্রকাশের পর জয়রাম রমেশ, কারাভান ম্যাগাজিন এবং সাংবাদিক কৌশল শ্রফের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মানহানির মামলার করেছিলেন অজিত দোভালের ছেলে বিবেক দোভাল।

ভারতে ১৬-কোটির উর্ধ্বে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ৩.০৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১৬-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.৪৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৬,০০,৯০,৫১৪-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১.৭১-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ ডিসেম্বর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৭১,৮৬৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে প্রতিদিনই করোনা-মুক্ত হয়ে উঠছেন অসংখ্য রোগী। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৯,৮৮৫ জন। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৩.০৯ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪৫,১৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৪৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৫৫,০৭,১২ জন (৯৫.৪৬ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩ লক্ষ ০৮ হাজার ৭৫১ জন করোনা-রোগী।

সক্রিয় রোগী ৬,৯৪২ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৫১০

হায়দরাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় আবারও ৬০০-র বেশি বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬২৭ জন, এই সময়ে তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮০, ৮২২ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৫১০ জনের। তেলেঙ্গানায় অনেকটাই বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতা হয়েছেন ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৭০ জন।

শনিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬২৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৭২১ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২, ৭২,৩৭০ জন করোনা-রোগী। শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬,৯৪২ জন।

দিল্লিতে দোতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত ৪, আহত দু''জন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিম দিল্লির বিষ্ণু গার্ডেন এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল দোতলা বাড়ির ছাদ। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এছাড়াও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ দোতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে। অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম) সুবোধ কুমার গোস্বামী জানিয়েছেন, ''ছাদ ভেঙে পড়ার সময় বাড়ির ভিতরে ৬ জন ছিলেন। পুলিশ, এম্বুলেন্স এবং দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ৬ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং দু''জন আহত হয়েছেন।

দিল্লি দমকলের প্রধান অতুল গর্গ জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে একজনকে গুরু গোবিন্দ হাসপাতালে এবং অপরজনকে দীনদয়াল উপাধ্যায় মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাড়ির মালিককে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার নাম- মাহেন্দ্র পাল। উত্তম নগরের বাসিন্দা। বাড়ির ছাদ কেনো ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনিবার আগরতলায় বাঙালি মহিলা সমাজ এর রাজ্য সম্মেলন আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অমিত শাহকে অনুন্নয়নের অভিযোগ শহিদ পরিবারের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : "দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার কোনও উন্নয়ন হয়নি। সেই উন্নয়ন যাতে হয় তা যেন বিজেপি দেখে।"
শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর পরিবারের সদস্য গোপাল বসু শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহকে একথা জানান।
সেই সঙ্গে তিনি আবেদন জানান, ক্ষুদিরামের জন্মভিটার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেন একটু নজর দেন। পরে অমিতবাবু চলে যেতে গোপালবাবু বলেন, বিজেপি ছাড়া তাঁদের অন্য কেউ আগে সম্মান জানায়নি। এদিন হবিবপুরে শহীদ ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করে অমিত শাহ কথা বলেন শহীদের উত্তরসুরিদের সঙ্গে। তাঁদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন তিনি।
ক্ষুদিরামের মূল বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের মোহবনী গ্রামে। সেখান থেকে মেদিনীপুরে পৌঁছেছিলেন ওই বিপ্লবীর আত্মীয়রা। তবে ক্ষুদিরামের জন্মভিটের উন্নয়ন না হওয়ার অভিযোগ অবশ্য মানতে চাননি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা সিংহ হাজরা। তিনি বলেন, 'মোহবনী গ্রামের উন্নয়নের জন্য মডেল ভিলেজে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। শহিদ বেদী, মিউজিয়াম, লাইব্রেরির উন্নয়ন করা হচ্ছে।'
ঘড়ির কাঁটা ধরে নিখুঁত ভাবে চলে বাংলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সফর। কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে মেদিনীপুরে গিয়ে সেখান থেকেই তাঁর মূল সফর শুরু করেন অমিত। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ সহ দলের এক ঝাঁক নেতা। ছিলেন মুকুল রায় ও কৈলাস বিজয়বর্গীয়ও।
হবিবপুর থেকে অমিতবাবুর কনভয় চলে যায় কর্ণগড়ে। সেখানে মহামায়া মন্দিরে পুজো দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চলে যান বালিজুড়ি গ্রামে বিজেপি সমর্থক সনাতন সিংয়ের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারতে। সেই সময়ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, দিলীপ ঘোষ ও মুকুল রায়ও। শাঁখ বাজিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান ওই পরিবারের সদস্যরা।

আমরা গ্যাপ পূরণ করে নেব, পাল্টা তোপ সৌগত রায়ের

কলকাতা, ১৯ডিসেম্বর (হি. স.): জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার অবশেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলেন পদত্যাগী মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরকম হেভিওয়েট মন্ত্রী বিজেপিতে যোগদান নিয়েও যে তেমন চিন্তিত নয় রাজ্যের শাসক দল আজ সাফ জানিয়ে দিলেন বরিষ্ঠ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তার কথায়, ' আমরা গ্যাপ ভরাট করে নেবো'।
দলের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পরেই সরকারি পদ সহ মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এমনকি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য ইস্তফা পত্র জমা করেছেন বিধানসভায়। ছেড়েছেন দলের প্রাথমিক সদস্যপদ। এরপর তার বিজেপিতে যোগদান ছিল কেবল মাত্র সময়ের অপেক্ষা। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নেন তিনি নিজের গড়েই।
যদিও তৃণমূলের সঙ্গে যখন তার সম্পর্কের টানাপোড়েন পর্ব চলছিল তখন তাঁকে বারবার বুঝানোর জন্য বৈঠকে বসেছিলেন এই তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তিনি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন তিনি দল ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কিন্তু তার পরক্ষণেই শুভেন্দু অধিকারী নিজেই জানিয়েছেন এধরনের মন্তব্য তিনি করেননি। ধীরে ধীরে তরজার পারদ চড়ছে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দলের। তবে বিধানসভা নির্বাচনের একেবারেই মুখে এহেন নেতা তথা মন্ত্রীর দলবদল কার্যত রাজ্যের পক্ষে অশনি সংকেত।তবে তা মানতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। শুভেন্দু অধিকারীর দলবদল কে পাত্তা না দিয়ে সৌগত রায় জানান, 'কোনো প্রভাব পড়বে না। আমরা গ্যাপ ভরাট করে নেব'। একই সঙ্গে পাল্টা শুভেন্দু অধিকারী কে মনে করিয়ে দেন, 'নন্দীগ্রামে ৪০ শতাংশ মুসলিম ভোট। জিতবেন কি করে? সংখ্যালঘুরা ভোট দেবে না। জিততে কষ্ট হবে'।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রবিবার অমিত শাহর বোলপুর সফরে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার অমিত শাহর বোলপুর সফরে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সাদা পোশাকে প্রচুর পুলিশ নামানো হয়েছে বোলপুরে।
বোলপুরের ডাকবাংলো ময়দান ও বিশ্বভারতীর যে সমস্ত জায়গা দিয়ে শাহ'র যাওয়ার কথা, এমনকি বাউল শিল্পীর বাড়িও ঘুরে দেখেছেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআরপিএফ জাওয়ানরা। বোলপুর শহরে তিনি কিভাবে পদযাত্রা করবেন, তারও ডেমো দেখানো হয়।
রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের অস্থায়ী হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে নামতে চলেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে সরাসরি তিনি চলে যাবেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে সৌজন্যে সাক্ষাৎকারের জন্য বাংলাদেশ ভবনে। সেখান থেকে রবীন্দ্র ভবন, উপাসনা মন্দির ঘুরে বিশ্ব ভারতীয় সঙ্গীত ভবনে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে।
শাহর ইচ্ছা রাঙামাটির দেশ শান্তিনিকেতনে যখন আসছেন, তখন কোনও বাউল শিল্পীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সারবেন। সে জন্যই বিজেপি নেতারা বিশ্বভারতীর পাশেই স্যামবাটি এলাকায় বাসুদেব দাস বাউলের বাড়িতে অমিতবাবুর মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত তাঁর বাড়িতে কাঠের আগুনে রান্না হবে বলে জানানো হয়েছে। সেই মতো কাঠের উনুন তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি থাকছে গ্যাস পরিষেবাও। প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত।
অমিত শাহের জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাসুদেব দাস বাউলের বাড়িতেই। সেখানে তাঁর জন্য দুপুরের মধ্যাহ্নভোজের থাকছে ভাত, ডাল, পালং শাকের তরকারি, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু পোস্ত, চাটনি, পাঁপড়, নলেন গুড়ের রসগোল্লা। তাঁকে খাবার দেওয়া হবে মাটির থালা ও কলাপাতায়, এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাউল শিল্পীর পরিবার। পাশাপাশি জানানো হয়েছে তাঁদের ক্ষুদ্র রোজগার থেকে বাঁচিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দেওয়া হবে বাউলদের বাদ্যযন্ত্র একতারা।
দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তিনি সরাসরি চলে যাবেন বোলপুরের ডাকবাংলো ময়দানে। সেখান থেকে বোলপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত তাঁর পদযাত্রা করার কথা রয়েছে। বোলপুর চৌরাস্তায় পদযাত্রা শেষ হওয়ার পর, সেখানে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেবেন অমিত শাহ, পরে তিনি চলে যাবেন বোলপুরের একটি বেসরকারী রিসোর্টে সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করে অন্ডাল এয়ারপোর্ট থেকে আবারও দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।
এই আয়োজন দেখতে বিজেপির পক্ষ থেকেও আজ বোলপুর ডাকবাংলা ময়দান, বিশ্বভারতী এলাকা ও বাউলের বাড়ি ঘুরে দেখেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা ও রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আসার অপেক্ষা করছে শান্তিনিকেতন।

আপনাকে হারিয়ে এই মাটিরই মানুষ মুখ্যমন্ত্রী হবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমিত শাহ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : "আপনাকে হারিয়ে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তিনি এই মাটিরই মানুষ হবেন।" শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, "বাংলায় যেভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে বাংলার সরকারে একটি সিদ্ধান্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে ভাইপো-রাজনীতি করা। বিজেপি তাতে ভয় পায় না। বাংলার মানুষও ভয় পাবে না। পশ্চিমবঙ্গে কোনও আইন-শৃঙ্খলা নেই। বিজেপির বাঙালি অবাঙালি সব কার্যকর্তাদের সম্মান করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছি, আপনাকে হারানোর কাজ বিজেপির বাঙালি কার্যকর্তারা করবেন।
মেদিনীপুরের সভা থেকে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন অমিত শাহ। সভার আগে এক কৃষক পরিবারে মধ্যাহ্নভোজ সারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এর পরেই সভা থেকে কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, 'কৃষক পরিবারকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ছয় হাজার টাকা পেয়েছেন? উনি বললেন পাননি। এই বাড়ি কীভাবে বানিয়েছেন জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন আপনি যে বাড়িতে বসে খাচ্ছেন সেই বাড়ি আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নরেন্দ্র মোদী দিয়েছেন।'
অমিতবাবু বলেন, 'মোদীজি আপনাদের যে সুবিধা দিতে চান তা আপনাদের কাছে পৌঁছয় না। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিন মিলিয়ে নেবেন, এবার দুশোর বেশি আসন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়বে ভারতীয় জনতা পার্টি।' আমফান দুর্নীতি নিয়েও এদিনের সভা থেকে সরব হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মত বিনিময় সভা

আটের পাতার পর
ফেসিলিটেটর এবং আশাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কর্মশালা

আটের পাতার পর
সুজিত ঘোষ। কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন ডা. অয়ন দাস বিশ্বাস, এন এইচ এমের ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার প্রণয় কুমার দেববর্মণ তামাক নিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্যের উপর তামাকের প্রভাব ও তার কুফল নিয়ে ভিডিও প্রোজেক্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন ও সবিস্তারে আলোচনা করেন।

ছেঁড়া পোস্টার

পাচের পাতার পর
আমহার্স স্ট্রিট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীরা। দাহ করা হয় অমিত শাহের কুশপুতুল। ঘটনায় বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছে তৃণমূল।
গত ১৭ ডিসেম্বর শুকিয়া স্ট্রিটে শুভেন্দু অধিকারীর অফিসের সামনে ও আশেপাশের রাস্তায় তৃণমূলের পোস্টার পড়ে। সেগুলিতে লেখা ছিল 'আমরা দিদির অনুগামী। আমরা গর্বিত।' এদিন সকাল হতেই সেই পোস্টার গুলো ছেঁড়া অবস্থায় চোখে পড়ে। এরপরেই তৃণমূল কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রকাশ্যে। কুণাল ঘোষের নেতৃত্বে এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আমহার্স স্ট্রিট থানার সামনেও বিক্ষোভ চলে বেশ কিছুক্ষণ। কুশপুতুল দাহ করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপির কর্মীরাই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই কাজ করেছে।

সোনিয়া গান্ধীর

তিনের পাতার পর
অনিরুদ্ধ সিং, বিকাশ কুমার উপাধ্যায়, পৃথ্বীরাজ সাঠেকে এআইসিসির (সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি) সম্পাদক নিযুক্ত করেছেন। এরা তিনজন অসমের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং এর সহযোগী হয়ে কাজ করবেন।
অন্যদিকে, কেরলের জন্য পি বিশ্বনাথন, ইভান ডিসুজা, টিভি মোহনকে সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন সোনিয়া গান্ধী। এই তিনজন কেরলের দায়িত্বপ্রাপ্ত দলের সাধারণ সম্পাদক তারিক আনোয়ার এর সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন।
অন্যদিকে, হরিপাল রাওয়াত, সঞ্জয় চৌধুরীকে অসমের যুগ্ম সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে আজ জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি বর্ণালী দেব সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় রেশম শিল্প দপ্তরের আধিকারিক জানান, এবছর পশ্চিম জেলার ২টি রেশম শিল্প কেন্দ্র চম্পকনগর ও মোহনপুর এলাকার তুঁতচাষীদের কাছ থেকে ২৬৫০.৮ কেজি রেশমগুটি সংগ্রহ করা হয়েছে। আধিকারিক জানান, এই ২টি রেশম শিল্প কেন্দ্র এলাকায় ৮৩৪টি তুঁতচাষী পরিবার আছে। এই তুঁতচাষী পরিবারগুলির ১৫২.০ হেক্টর জমিতে তুঁতচাষ করা হয়। শিল্প দপ্তরের আধিকারিক সভায় জানান, চলতি বছরে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় পশ্চিম জেলার ৪৭ জনের ঋণের আবেদন ম'র করা হয়েছে। এরমধ্যে ২১ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে 'স্বাবলম্বন' প্রকল্পে ৪১ জনের ঋণের আবেদন ম'র করা হয়েছে। বাঁশবেত শিল্প আধিকারিক সভায় জানান, জেলার মোহনপুর, শানখলা, মজলিশপুর, যোগেন্দ্রনগর ও আগরতলা এই ৫টি বাঁশবেত শিল্প ক্লাস্টার আছে। এরমধ্যে আগরতলা, মজলিশপুর ও যোগেন্দ্রনগর ক্লাস্টারে ৩০ জন করে ৯০ জনকে বাঁশবেত শিল্পের ২৫ দিনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব)সহ সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য ও স্থায়ী কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

তুইচিন্দ্রাই স্কুলের অব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। তুইসিন্দ্রাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নিশিকুটুম্বদের আস্তানা। নেশা খোররা প্রতিনিয়ত সেখানে অবস্থান করে। শনিবার বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে নেই বাউন্ডারি ওয়াল। ফলে, রাতের অন্ধকারে নেশাখোররা নানা ধরনের নেশায় আশক্ত হচ্ছে। কখনও কখনও এলাকাবাসী প্রতিবাদ করলে মারধরের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর স্কুলটি অব্যবস্থা দেখে অভিভাবকরা রীতিমতো বিষ্মিত। আশে পাশের বাড়ি থেকে জল এনে চলতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। নেই পযাপ্ত সংখ্যায় বসার আসন। শিক্ষক স্বল্পতা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। গোটা স্কুল মাঠে গোচারনের অবাধ ভূমি হয়ে দাড়িয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি দেখেও না দেখার ভান করে আছে বিদ্যালয় পরিদর্শক। অবিলম্বে এই স্কুলের অব্যবস্থা দুর করা জন্য জোড়ালো দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকার।

ডুকলি ব্লকে ৬৬৪টি শৌচালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে সদর মহকুমার অন্তর্গত ডুকলি ব্লকের সুবিধাভোগীদের বি'ানসম্মত শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে এই প্রকল্পে মোট ৮৮৫ জন সুবিধাভোগীকে সহায়তা দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত ৬৬৪টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে। এই কাজে মোট ব্যয় হবে ১ কোটি ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ডুকলি ব্লক থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

চাকরি নেই, টেটের দুর্নীতি, টাকা নেই মানুষের হাতে, এই সরকার বদল দরকার : শুভেন্দু অধিকারি

মেদিনীপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : "রাজ্যে কারও চাকরি নেই, টেটের দুর্নীতি, টাকা নেই মানুষের হাতে। তাই এই সরকার বদলের অবশ্যই প্রয়োজন।" শনিবার মেদিনীপুরের জনসভায় এই কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারি।তিনি বলেন, "তা না হলে রাজ্য এগোবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পকে রাজ্যে ইচ্ছে করে চালু করছে না এই সরকার। তাই এই সরকার বদলে মোদিজীর হাতে নেতৃত্ব তুলে দিলে রাজ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।"একইসঙ্গে বহিরাগত তত্ত্বের কথা উল্লেখ করে শুভেন্দুবাবু রাজ্যের শাসকদলকে তোপ দেগেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সভামঞ্চে বলেন, 'সকলকে এঁরা বহিরাগত বলছে। আগে আমরা ভারতীয়, তারপর বাঙালি। এটাই আমাদের পরিচয়। তৃণমূলে এখন চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। আস্থা, বিশ্বাস, সম্মান, বোঝাপড়া কিছুই নেই। তাই ওই দলে থাকা সম্ভব নয়।' পাশাপাশি, আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল যা ভাবছে, তা এবার হবে না বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। নতুন দলে যোগ দিয়েই শুভেন্দুবাবু বিজেপি কর্মীদের আশ্বাস দিয়েছেন, সবসময় আমি পাশে থাকব, বুথে বুথে থাকব। কোনও চিন্তা নেই। আমি ২৪ ঘন্টাই আপনাদের সঙ্গে থাকবে।

জিরানীয়ায়

● **প্রথম পাতার পর**
রেলের ধাক্কায় মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।ধারণা করা হচ্ছে রেলে করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তি সেখানে অপেক্ষা করছিল।তখন ওই রেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রেলের ধাক্কায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

হাইকোর্ট

● **প্রথম পাতার পর**
এর পরই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বক্তব্য পেশ করবেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও। তার পর জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।
প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সফরে এসে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রথমে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে যাবেন। সেখানে পূজা দিয়ে ফিরে এসে ত্রিপুরা হাইকোর্টের ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ওইদিনই তিনি বিকেলে কলকাতা চলে যাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**
না। আজকে সেই জায়গা থেকে ত্রিপুরা বেরিয়ে এসেছে। তাঁর আক্ষেপ, বলা হতো ত্রিপুরা ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। তাই বহুতল উঠত না। এখন সেখানে ১৫ তলা বিল্ডিং নির্মাণ হচ্ছে, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।
এদিন তিনি ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, দীর্ঘ ক্ষমতায় থেকেও ত্রিপুরা-কে মূলস্রোতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর কটাক্ষ, উন্নয়নের নামে শুধুই আন্দোলন হয়েছে। ওই আন্দোলন করে প্রতিবার কমিউনিস্টরাই ত্রিপুরায় ক্ষমতায় ফিরেছে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা-কে হীরা বানাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করেছেন। সাথে জলপথে বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরা-কে জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি-কে মারাত্মক পরিবহন খরচ বহন করতে হচ্ছে। ত্রিপুরায় মৈত্রী সেতু জানুয়ারি-তে চালু হয়ে গেলেই চিটাগাং থেকে সড়কপথে অনেক কম খরচে পণ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে পৌছে যাবে।
মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটছে। আগামী দশ বছরে পর্যটনে সারা দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চল আধিপত্য কায়েম করবে। তাই তিনি দেশের মানুষকে আবেদন জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসুন। উত্তর-পূর্বে মা কামাক্ষা ও মা ত্রিপুরাশ্বরীর আশীর্বাদ রয়েছে। তাই সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন এখান থেকেই সরবরাহ হচ্ছে। তিনি সকলকে আহ্বান জানান, প্রধানমন্ত্রী-র দিশায় উত্তর-পূর্বের অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে অগ্রসর সম্ভব হয়।

অমিত শাহ

● **প্রথম পাতার পর**
মারবেন, আমাদের কর্মীরা তত রুখে দাঁড়াবেন। এলাকার ভিড় দেখে নিন, পুরো বাংলা এখন আপনার বি রুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দিদি, এই আওয়াজ বাংলার জনতার আওয়াজ।"

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনা নিহত মহিলা আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন পাঁচজন।পৃথক দূর্ঘটনার মামলা নিয়েছে পুলিশ।
সিধাই থানা এলাকার ভাটি ফটিক ছড়ায় গত গভীর রাতে দুর্ঘটনায় এক মহিলার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার রাত ২ টা নাগাদ একটি মারুতি গাড়ি আগরতলা থেকে মোহনপুর এর দিকে যাচ্ছিল। রাতে দ্রুতগামী মারুতি গাড়িটি ভাটি ফটিকছড়া এলাকায় পৌঁছলে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘন কুয়াশার কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।সিধাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
এদিকে বিশালগড় বাইপাস রোডে ও জলের ট্যাঙ্কার এর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তাতে চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আমতলী থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চালকদের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।
এদিকে, হাপানিয়ায় আরক্ষা দপ্তরের একটি স্কুলবাসের সাতে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অল্টো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে অল্টো গাড়ির দুইজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে সাথে সাথেই নিয়ে যাওয়া হয় টিএমসিতে। আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ি দুটি আটক করেছে। এই ব্যাপারে একটি মামলা নেয়া হয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

২৬ ফেবয়ারি হাঁপানিয়ায় শুরু আগরতলা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আগামী ২৬ ফেবয়ারি থেকে হাঁপানিয়া আর্ন্তজাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৯তম আগরতলা বইমেলা শুরু হচ্ছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে আয়োজিত ৩৯তম আগরতলা বইমেলার প্রথম প্রস্তুতি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিধায়ক মিমি মজমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা, রাজ্য উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. অরুনোদয় সাহা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যদেও পোদ্দার, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি , তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, গত বছরই প্রথম হাঁপানিয়া আর্ন্তজাতিক মেলা প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ব্যাপক অংশের মানুষের উপস্থিতিতে গত বছর আগরতলা বইমেলা হাঁপানিয়া আর্ন্তজাতিক মেলা প্রাঙ্গণে এক নতুন রূপ পেয়েছিল। এবারের মেলাও যাতে আক্ষরিক অর্থেই বই পিপাসুদের মিলন মেলায় পরিণত হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য রাজ্যসরকার প্রয়োজনীয় সব ধরণের উদ্যোগ নেবে। তিনি মেলাকে সফল করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

আজ এফডিপিএমসি'র রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। সংবাদমাধ্যমের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখতে, সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের উপর সব ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে ও সাংবাদিকদের মেধাজাত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে গঠিত ফোরাম ফর ডেভলাপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির (এফডিপিএমসি) প্রথম রাজ্য সম্মেলন রবিবার সকাল ১১টায় রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে এফডিপিএমসি'র তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে, সম্মেলনে সকল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার জন্য।

দুস্কৃতিরা

● **প্রথম পাতার পর**
এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। গত কিছুদিনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীরা বেশ কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত করেছে।

কারাবাস

● **প্রথম পাতার পর**
এবং জামাতার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। মৃতার বাবা স্বপন দাসের বক্তব্য স্ত্রীকে খুন ফাঁসিতে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়েছিল। পুলিশের তদন্তে তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে। কারণ ময়না তদন্তের রিপোর্টে খুন প্রমাণিত হয়েছে। আদালত তাই অখিল দাসকে সাজা দিয়েছে।
ওই মামলায় পুলিশ প্রথমে অভিযুক্ত অখিল দাসকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে তিনি জামিনে ছাড়া পান। এদিকে, পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। দীর্ঘ শুনানি এবং সাক্ষ্য গ্রহণের পর আদালত অখিল দাসকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ওই মামলায় ২৬ জন সাক্ষী দিয়েছিলেন। খোয়াই জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আজ স্ত্রী খুনের রায়ে অখিল দাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেন। সাথে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে আরও এক বছরের হাজতবাসের রায় দেন বিচারক।

জিতেন্দ্র সিং

● **প্রথম পাতার পর**
হবে এবং 'ভোকাল ফর লোকাল' মন্ত্রকে আত্মস্থ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর অভিযানের স্বপ্নকে আরও প্রসারিত করতে হবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কাঁচা বাঁশজাত সামগ্রীর আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর আরোপ করেছেন। এর ফলে, আসবাবপত্র, হস্তশিল্প ও ধূপকাঠি তৈরির মতো দেশীয় বাঁশ-কেন্দ্রিক শিল্প সংস্থাগুলির লেনদেন ও ব্যবসা আরও বাড়বে। শতবর্ষেরও বেশি পুরনো ভারতীয় অরণ্য আইনে ২০১৭'তে সংশোধনের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন, এই সংশোধনের ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাঁশ ও বাঁশজাত সামগ্রীকে শুল্ক আরোপের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ডাঃ জিতেন্দ্র সিং জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে পণ্য সামগ্রী সরবরাহের পাশাপাশি, দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হচ্ছে। এই অঞ্চলের যুবসম্প্রদায় সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠেছে বলে অভিমত প্রকাশ করে ডাঃ সিং বলেন, আর্থিক অগ্রগতির এক নতুন শিখরে পৌঁছে দিতে এই অঞ্চলের যুবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।
কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কথা উল্লেখ করে ডাঃ সিং বলেন, আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এমনকি, উত্তর-পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও অন্যতম প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে লুক ইস্ট নীতির পরিবর্তে অ্যাক্ট ইস্ট নীতি কার্যকর করেছেন।
এই উৎসবে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীরা ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির একাধিক মন্ত্রী ও আধিকারিকরা অংশ নেন। বিদেশ সচিব শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বিশেষ ভাষণ দেন।ড

াঙ্গন

লজ্জার হার ভারতের, টেস্ট সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া

অ্যাডিলেড, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লজ্জার হার ভারতের। দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৩৬ রানেই বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটিং লাইন-আপকে ধরাশায়ী করে তৃতীয় দিনই হাসি মুখে গোলাপি টেস্ট পকেটে পুরে ফেলল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টে ভারত প্রথম ইনিংসে ২৪৪ রান তোলে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে অল-আউট হয়ে যায় ১৯১ রানে। প্রথম ইনিংসে ৫৩ রানে এগিয়ে থাকা ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ধসে যায় ৩৬ রানে। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৯০ রানের। অস্ট্রেলিয়া ২১ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৯৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়।

অ্যাডিলেডে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টের প্রথম দু''দিন ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে ছিল। ভারত প্রথম ইনিংসে ২৪৪ রান তোলে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে অল-আউট হয়ে যায় ১৯১ রানে। যার ফলে প্রথম ইনিংসের নিরিখে ৫৩ রানের লিড নিয়েছিল ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে কোনওরকমে ২০০-র কাছাকাছি যেতে পারলেই অজিদের চাপে ফেলে দেওয়া যেত। কিন্তু, এদিন সকালে যা হল, সেটা অকল্পনীয়। প্যাট কামিন্স আর জশ হ্যাজেলউডের সুইংয়ের সামনে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল ভারতের বিশ্বখ্যাত ব্যাটিং লাইনআপ। মোট ৩ জন করলেন শূন্য রান। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ রান মায়াঙ্ক আগরওয়ালের ৯। আগের দিনের ১ উইকেটের বিনিময়ে ৯ রানে খেলতে নেমে এদিন প্রথম ওভারেই ফিরে যান নাইট ওয়াচম্যান বুমরাহ। তারপর একের পর এক ব্যাটসম্যান আয়ারাম-গয়ারাম। মায়াঙ্ক ৯, পূজারা ০, কোহলি ৪, রাহানে ০, বিহারী ৮, ঋদ্ধিমান ৪, অশ্বিন ০, উমেশ ৪, শামি ১। গোঁদের উপর বিষফোঁড়া মহম্মদ শামির চোট। ৩৬ রানে অল আউট হওয়ায় ভারতের লিড দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮৯ রানের। অজিদের হয়ে হ্যাজেলউড ৫ এবং কামিন্স ৪ উইকেট পেয়েছেন।

ফলে জয়ের জন্য ৯০ রানের লক্ষ্য অনায়াসে টপকে যায় অস্ট্রেলিয়া। দুই উইকেট খুইয়েই জয়ের জন্য মাত্র ৯০ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। লাবুশানের (৬) উইকেটটি তুলে নেন অশ্বিন। ৩৩ রান করে রান আউট হন ওয়েড। আর এই টার্গেটের মধ্যেও হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে অপরাজিত থাকেন জো বার্নস (৫১*)। অস্ট্রেলিয়া ২১ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৯৩ রান তুলে গোলাপী টেস্টে অপরাজেয় তকমা ধরে রেখেই ম্যাচ জিতে যায়। আগে মোট গোলাপী টেস্ট খেলেছে ক্যাঙারু বাহিনী। প্রতিটাতেই জয়ী তারা। আর অ্যাডিলেডেও সেই জয়ের ধারা বজায় রাখলেন অজিরা।

প্রথম ইনিংসে ৭৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার সুবাদে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক টিম পেইন ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতেন। যদিও জোস হ্যাজেলউড দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ ওভার বল করে ৩টি মেডেন-সহ ৮ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট দখল করেন। প্যাট কামিন্স প্রথম ইনিংসে ৩টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪টি উইকেট নেন। তা সত্ত্বেও পেইনের ইনিংস স্বীকৃতি পায় অস্ট্রেলিয়াকে লড়াইয়ে রেখে দেওয়ার জন্য।

২৬ ডিসেম্বর থেকে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলা হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ভারত বাকি সিরিজে পাবে না অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। কোহলি পিতৃত্বকালীন ছুটিতে দেশে ফিরবেন। রোহিত শর্মা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গেলেও কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন। ১৪ দিনের কোয়ারান্টাইন নিয়ম শিথল না করলে তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামা সম্ভব নয়। এদিকে, দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতীয় দলকে আরও বেশি চিন্তায় ফেলল মহম্মদ শামির চোট। ব্যাট করতে নেমে সোজা ডান হাতে বল এসে লাগে তাঁর।ফলে ডনের দেশে ভারতীয় দলের সাদা জার্সির লড়াই এবার আরও কঠিন হতে চলেছে।

১৯ বছর বয়সী ফুটবলার হলেন ক্রীড়া উপমন্ত্রী !

ক্রীড়া জগতের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটা আজকের নয়। সাধারণত দেখা যায় ক্যারিয়ারের শেষেই রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন খেলোয়াড়েরা। কিন্তু ১৯ বছর বয়সেই কোনো খেলোয়াড়ের রাজনীতিতে ঢুকে যাওয়া, তা-ও আবার দেশের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া...চমকে দেওয়ার মতো ঘটনাই বটে। এমনই ঘটেছে বলিভিয়ায়।

বাংলাদেশের কথাই ধরুন। জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও মিডফিল্ডার আরিফ খান জয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একজন উপমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্রিকেট দলের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক নাইমুর রহমান দুর্জয়ও খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করে নাম লিখিয়েছেন রাজনীতিতে, দুবারের সংসদ সদস্যও হয়েছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক টেস্ট, ওয়ানডেতে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা বর্তমানে নড়াইল-২ আসন থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে নজর দিলে, ১৯৯২ ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তানি অধিনায়ক ইমরান খান এখন দেশটার প্রধানমন্ত্রী। একই কথা বলা যায় লাইবেরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ উইয়াহর ক্ষেত্রেও। ব্যালন ডি''অরজয়ী এসি মিলানের সাবেক এই স্ট্রাইকার এখন দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যোগ্য হাতে।ভারতের সাবেক ক্রিকেটার চেতন চৌহানও দুবার লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীলঙ্কার উপমন্ত্রী হওয়ার কৃতিত্ব আছে বিশ্বকাপজয়ী তারকা সনৎ জয়াসুরিয়ার। এমন উদাহরণ খুঁজলে আরও ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে।কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একটা জিনিস সাধারণ। সবাই খেলোয়াড় হিসেবে পাট চুকানোর পরেই নাম লিখিয়েছিলেন রাজনীতিতে। বা ক্যারিয়ারের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে নাম লিখিয়েছেন রাজনীতিতে। ক্যারিয়ারের একদম শুরু থেকে কাউকে রাজনীতি করতে দেখা যায়নি। আর এখানেই চমক দেখালেন সিয়েলো ভিজাগা। ক্যারিয়ার এখনো ঠিকভাবে শুরু হয়েছে কি হয়নি, এর মধ্যেই নিজ দেশের ক্রীড়া উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে গিয়েছেন এই তরুণী।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কে এই সিয়েলো ভিজাগা? বলিভিয়ায় ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি। ১৯ বছর বয়সী নারী যুব দলের এই ফুটবলারকে ক্রীড়া উপমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেশটাতে। বয়সভিত্তিক বিভিন্ন পর্যায়ে বলিভিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভিজাগা। গত শুক্রবারে তাঁর শপথপাঠও হয়ে গেছে। ক্ষমতায় থাকা মুভমেন্ট ফর সোশ্যালিজম (এমএএস) পার্টির হয়ে এই দায়িত্ব নিয়েছেন ভিজাগা। দেশের ক্রীড়াঙ্গনের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রেসিডেন্ট লুইস আর্সের নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্তের মধ্যে এটিও একটি।দায়িত্ব পেয়েই দেশের তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন এই উপমন্ত্রী, যেকোনো মহামারির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী ওযুধ হলো ক্রীড়া। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজেও সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখে এটি।দেখা যাক, ভিজাগা আরও কী কী চমক দেখাতে পারেন।

এবার পিছিয়ে গেল আগামী বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সিডনী, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনা ভাইরাস থাবা বসাল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও।এবার পিছিয়ে গেল আগামী বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কর্তৃপক্ষ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রধান আয়োজক ক্রেইগ টিলি জানিয়েছেন জানুয়ারি নয়, গ্র্যান্ডস্লামটি শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। চলবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অর্থাৎ ১০০ বছরেরও বেশি সময় পরে প্রথমবারের জন্য পিছিয়ে গেল ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্টটি। ক্রেইগ টিলি এই প্রসঙ্গে বলেন, ১০ থেকে ১৩ জানুয়ারি দোহা এবং দুবাইয়ে পুরুষ—মহিলাদের কোয়ালিফাইয়িং রাউন্ড খেলা হবে। ১৫ জানুয়ারি থেকে সমস্ত খেলোয়াড়কে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে দু'সপ্তাহের কোয়ারেন্টাইন কাটাতে হবে। তারপর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে মেলবোর্নে শুরু হবে টুর্নামেন্টটি। এই সময় হোটেলবন্দি থাকলেও খেলোয়াড়রা অনুশীলনের জন্য আলাদা আলাদা সময় পাবেন।

টিলির কথায়, "এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন অন্যান্যবারের তুলনায় আলাদা হবে। ১০০ বছরের বেশি সময়ের পর প্রথমবারের জন্য টুর্নামেন্টটি পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে। তবে এটুকু বলতে পারি, এবার এখান থেকে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন প্রত্যেক খেলোয়াড়।"

উইম্বলডন বাতিল হয়েছিল, পিছিয়ে গিয়েছিল ফরাসি ওপেন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। তবে সংক্রমণ এখনও কমেনি। বরং বিশ্বের বহু দেশে তা আবারও তীব্র রূপ নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায়ও নতুন করে সংক্রমণের ঢেউ দেখা দিয়েছে। তবে ক্রেইগ টিলি আশাবাদী, এর প্রভাব অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আয়োজনে পড়বে না। সুষ্ঠুভাবেই তা আয়োজিত হবে।

ফাইনালে জর্জ টেলিগ্রাফকে ২—১ গোলে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড-এ জিতে নিল রিয়াল কাশ্মীর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আইএফএ শিল্ড-এর ফাইনালে জর্জ টেলিগ্রাফকে ২—১ গোলে হারিয়ে ঐতিহ্যশালী ট্রফিটি জিতে নিল রিয়াল কাশ্মীর। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দলের হয়ে গোলদু'টি করলেন লুকম্যান ও ম্যাসন রবার্টসন। অন্যদিকে, জর্জের হয়ে একমাত্র গোলটি গৌতম দাসের। এদিন ম্যাচের সেরা হয়েছেন মিঠুন সামন্ত। অন্যদিকে, সেরা কোচ হয়ে পিকে ব্যানার্জি মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জর্জ কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

করোনা আবহেই সুষ্ঠুভাবে ১২৩ তম আইএফএ শিল্ড-এর আয়োজন করল বাংলা ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। আইএসএল খেলতে ব্যস্ত থাকায় এটিকে মোহনবাগান বা এসসি ইস্টবেঙ্গল কলকাতার দুই প্রধান অংশ নেয়নি এবারের প্রতিযোগিতায়। এদিন শুরু থেকেই ম্যাচে গোলের জন্য ঝাঁপায় কাশ্মীর। কিন্তু জর্জ গোলকিপার ও রক্ষণে কাশ্মীরের সমস্ত আক্রমণ আটকে যেতে থাকে। শেষপর্যন্ত ৩৮ মিনিটে গোলের মুখ খোলেন লুকম্যান। পেনাল্টি থেকে গোল করেন তিনি। প্রথমার্ধের খেলা শেষের সময় ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল কাশ্মীরের দলটি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল শোধ করে দেয় জর্জ। দলের হয়ে গোলটি করেন গৌতম দাস। এরপর আক্রমণের পরিমাণ আরও বাড়ায় ডেভিড রবার্টসনের দল। শেষপর্যন্ত ৬০ মিনিটে রিয়াল কাশ্মীরের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ডেভিড রবার্টসনের ছেলে ম্যাসন। এরপর চেষ্টা করেও আর গোল শোধ করতে পারেনি জর্জ টেলিগ্রাফ।

এদিনের ম্যাচের সেরা হয়েছেন মিঠুন সামন্ত। অন্যদিকে, সেরা কোচ হয়ে পিকে ব্যানার্জি মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জর্জ কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ায় কৃশানু দে মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন রিয়াল কাশ্মীরের লুকম্যান। সেরা খেলোয়াড় হওয়ায় চুনী গোস্বামী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কাশ্মীরের অধিনায়ক ম্যাসন রবার্টসন।'ফেয়ার প্লে'র জন্য প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক রনি রায় মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে রিয়াল কাশ্মীর দল।

মেসির ইতিহাসের দিনে বার্সার হতাশা

একমুহূর্তে রোনালদোকে ছাড়িয়ে গেলেন, পরের মুহূর্তেই পাশে বসলেন পেলের। ক্যারিয়ারে পেনাল্টি থেকে গোল করার ব্যর্থতায় মেসি-রোনালদো সমতায় এসেছেন গতকাল বুধবার। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে আজ প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি পেয়েছিল বার্সেলোনা। সেখান থেকে গোল করতে ব্যর্থ হয়ে রোনালদোকে ছাড়িয়ে গেলেন মেসি। কিন্তু ফিরতি বল থেকে গোল করেই আবার পাশে বসলেন পেলের। এক ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি ছিল পেলের। সান্তোসের হয়ে ৬৪৩ গোল ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে প্রথমার্ধেই তাঁর পাশে বসে গেলেন মেসি। কিন্তু এমন ঐতিহাসিক দিনে ম্যাচ শেষে জয়ের হাসি হাসতে পারেননি মেসি। ঘরের মাঠে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ২-২ গোলের ড্রতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বার্সেলোনাকে।

বার্সার ঘরের মাঠে খেলা। কিন্তু প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ সৃষ্টিতে এগিয়ে ছিল ভ্যালেন্সিয়াই। দ্বিতীয় মিনিটেই একটি সুযোগ হাতছাড়া করেছে দলটি। ২০ মিনিটে আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া অতিথিদের। ২৫ মিনিটে বার্সা রক্ষণ দুবার বেঁচে গেছে ভ্যালেন্সিয়া ফরোয়ার্ডদের সিদ্ধান্তহীনতায়। ২৮ মিনিটে দুর্দান্ত এক বাঁকানো শটে গোলটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন কার্লোস সোলের। কিন্তু দারুণভাবে ঝাঁপিয়ে সে যাত্রা বার্সাকে বাঁচিয়েছেন মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। কিন্তু পরের মিনিটেই সে দুঃখ ভুলেছেন সোলের। তাঁর ক্রস থেকে ফাঁকায় দাঁড়ানো মুক্তার দিয়াখাবির হেড জালে আশ্রয় নিয়েছে।এরপর ব্যবধান বাড়ানোর বেশ কয়েকটি সুযোগই পেয়েছে ভ্যালেন্সিয়া। কিন্তু ডেনিস চেরিশেভ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। আর ৪৪ মিনিটে ম্যাক্সি গোমেজের হেড আরেকটি অসাধারণ সেভে বাঁচিয়ে দিয়েছেন টের স্টেগেন। ৪৫ মিনিটে পেনাল্টির পর হওয়া নাটকের কথা বলাই হলো আগে।দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত ভ্যালেন্সিয়া। কিন্তু চেরিশেভ অবিশ্বাস্যভাবে সে সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। এর মূল্য মিনিট পাঁচেক পরই দিয়েছে তারা। বক্সে ঢোকা এক বল থেকে দুর্দান্ত এক সিজর কিকে গোল করেছেন বার্সা ডিফেন্ডার রোনাল্ড আরাওহো।৫৫ মিনিটে মার্টিন ব্রাথওয়েইট ব্যবধান বাড়িয়ে ফেলেছিলেন প্রায়। কিন্তু এই স্ট্রাইকারের হেড গোললাইন থেকে ফিরিয়েছেন ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক ডমেনেখ। ২-১ গোলে এগিয়ে মাঠের দখলে বেশি মন দেয় বার্সেলোনা। আর আগের মতো প্রতি আক্রমণকেই ভরসা মানে ভ্যালেন্সিয়া।

৬৯ মিনিটে এরই ফল পেয়েছে দলটি। বাঁ প্রান্ত দিয়ে গনসালো গেদেসের দারুণ এক পাস নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন প্রথমার্ধে পেনাল্টি উপহার দেওয়া হোসে গায়া। ভ্যালেন্সিয়া অধিনায়কের কাছ থেকে পাওয়া বলে আলতো করে পা ছুঁয়েই বার্সা রক্ষণের ফাঁক বের করে নেন ম্যাক্সি গোমেজ। ২-২ !

৭৮ মিনিটে বেশ আগ্রহ জন্মানো এক খেলোয়াড় বদল ঘটান বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কোমান। ফরোয়ার্ড কুতিনিওকে তুলে ডিফেন্ডার লংলেকে নামান কোচ। তিন সেন্টারব্যাক রেখে দুই ফুলব্যাককে উইংব্যাক বানিয়ে আক্রমণের তীব্রতা বাড়ানো আর ক্রসনির্ভর আক্রমণে ডি-বক্সে লংলের সক্ষমতা কাজে লাগানোর চেষ্টা অবশ্য খুব বেশি টের পাওয়া যায়নি। ঘরের মাঠে তাই আরেকটি ড্র মেনে নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বার্সেলোনাকে। এ ড্রতে আতলেতিকো মাদ্রিদের চেয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল কাতালানরা। এক ম্যাচ বেশি খেলেও ডিয়েগো সিমিওনের দলের চেয়ে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে বার্সেলোনা।

মেসিকে পেনাল্টি নিতে দিতেন না ইব্রা

বার্সেলোনায় লিওনেল মেসির সঙ্গে খেলেছেন। যদিও সময়টা খুব বেশি নয়, মাত্র এক বছর। সে জন্য সে সময়ের বার্সেলোনা কোচ পেপ গার্দিওলাকে ধুয়ে দিতে কখনো বাকি রাখেননি জাতান ইব্রাহিমোভিচ।ওই এক বছরে প্রতিদিন অনুশীলনে, ম্যাচে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে লিওনেল মেসির প্রতি মুগ্ধতার কথা কখনো গোপনও করেননি ইব্রা। তা বার্সায় ওই সময়ে ম্যাচে পেনাল্টি পেলে সেসব মেসিই নিতেন, মাঝেমধ্যে ভাগ পেতেন ইব্রাহিমোভিচ। তবে তাঁর দলে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ পেনাল্টিগুলো মেসিকে নিতে দিতেন না ইব্রা।

এই ৩৯ বছর বয়সে এসেও ইতালিয়ান লিগ মাতিয়ে যাচ্ছেন ইব্রাহিমোভিচ। এসি মিলানের সুইডিশ স্ট্রাইকার এই মুহূর্তে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে যৌথভাবে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা, যদিও রোনালদোর চেয়ে ২টি ম্যাচ কম খেলেছেন তিনি। রোনালদোর লিগে ১০ গোল এসেছে ৮ ম্যাচে, এই মুহূর্তে চোট থেকে ফিরে আসার লড়াইয়ে ব্যস্ত ইব্রার ১০ গোল ৬ ম্যাচে।

তা রোনালদোর সঙ্গে লিগে লড়াই যাঁর, তাঁর আলাপে মেসি এলেন কোত্থেকে?উয়েফাডটকমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। অনেক কিছু নিয়েই কথা বলেছেন ইব্রা, যেখানে তাঁর স্বভাবসুলভ দম্ভও সামনে এসেছে অনেকবার। এর মধ্যেই ইব্রার স্বপ্নের দলে কে পেনাল্টিগুলো নিতেন, মেসি না ইব্রাএই প্রশ্নে ইব্রার উত্তর, 'আমিই পেনাল্টিগুলো নিতাম, ১০০ু। কারণ, আমিই এই দলের অধিনায়ক, আমি সিদ্ধান্ত নেব কে পেনাল্টি নেবে না নেবে।' তবে মেসিকে একেবারে বঞ্চিতও করতেন না, 'আমি প্রথম তিনটি পেনাল্টি নিতাম, তারপর একটা ওর (মেসি) জন্য ছেড়ে দিতাম। এর পরের তিনটা আবার আমি নিতাম, তারপর একটা ওর জন্য ছেড়ে দিতাম।' বেশ ভালো বন্টনপদ্ধতি বটে!

শোয়েব ভেবেছিলেন ভারতের রান ৩৬৯ !

কেউ জশ হ্যাজলউড আর প্যাট কামিন্সের বোলিংয়ের প্রশংসায় মেতেছেন, তো কেউ মুণ্ডুপাত করছেন বিরাট কোহলিদের। কেউ আবার পুরো ব্যাপারটাতে মজা খুঁজে পাচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ট্রল বা কৌতুকও হচ্ছে ভারতের ইনিংস নিয়ে।

এর মধ্যে হাস্যরসের জোগান দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা শোয়েব আখতারও। ঘুম থেকে উঠে টিভি দেখে শোয়েব নাকি প্রথমে ভেবেছিলেন ভারতের

স্কোর ৩৬৯ ! আসলে সেটা টিভিতে তখন দেখাচ্ছিল, ৩৬/৯।

অ্যাডিলেডে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে দুঃস্বপ্নকে সত্যি হতে দেখেছে ভারত। কাল ১ উইকেটে ৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে ৬২ রানে এগিয়ে ছিল কোহলির দল। আজ দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে গেছে মাত্র ৩৬ রানে। জশ হ্যাজলউড ও প্যাট কামিন্সের চোখধাঁধানো বোলিংয়ের যেন কোনো উত্তরই ছিল না কোহলিদের কাছে। তিন দিনের মধ্যেই ৮ উইকেটে ম্যাচটা জিতে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

তা ভারতের ইনিংস যখন শেষ হচ্ছে, তখন নাকি ঘুম ভেঙেছিল শোয়েবের। কিন্তু ঘুম ঘুম চোখে ভুলই বুঝেছিলেন তিনি। 'ঘুম থেকে উঠে দেখলাম (ভারতের) স্কোর ৩৬৯। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। চোখ—মুখ ধুয়ে তারপর দেখলাম স্কোর আসলে ৩৬/৯। এটাও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, পরে আবার ঘুমিয়ে গেলাম'টুইটারে লিখেছেন শোয়েব।

সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ভিডিওতে পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার বলেছেন, 'বিব্রতকর হার। বিব্রতকর ব্যাটিং। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাটিং ধসে পড়েছে। আমাদের রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে তারা!'

পাকিস্তানের কোন রেকর্ড ভেঙেছে ভারত, সে অবশ্য একটা প্রশ্ন বটে। শোয়েব হয়তো এই জায়গাটাতে একটু গুলিয়ে ফেলেছেন। টেস্টে পাকিস্তানের সবচেয়ে কম রানের ইনিংস ৪৯ রানের, ২০১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। আজকের ৩৬ রান ভারতের নিজেদের সবচেয়ে কম রানের ইনিংস ঠিকই, তবে এর আগেও ১৯৭৪ সালে ইংল্যান্ডের কাছে লর্ডসে ৪২ রানে অলআউট হয়েছিল ভারত।

শোয়েবকে সেটি ভিডিওর নিচে মন্তব্যে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর কয়েকজন অনুসারী। তবে ভিডিও করার সময় সম্ভবত ভারতের আগের সর্বনিম্ন স্কোর যে ৪২ ছিল, সেটি জানতেন না শোয়েব। ভিডিওতে তাই তাঁর খুশি, 'লজ্জাজনক পারফরম্যান্স। তবে আমাদের রেকর্ড তারা ভেঙে দিয়েছে, এতেই খুশি লাগছে আমার।'

সঙ্গে ভারতের খেলোয়াড়দের প্রতি শোয়েবের পরামর্শ, 'ক্রিকেটে এমনটা হতেই পারে। মেনে নাও এটা। সমালোচনাগুলো সয়ে নাও। এখন সেটা (অনেক সমালোচনা) হবে। মহাশক্তিধর ভারত এভাবে ধসে পড়ল। খারাপই হলো।'

পাকিস্তানের কিংবদন্তি আরেক ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরামও টুইট করেছেন এ ম্যাচ নিয়ে। এভাবে ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ায় বেশ চমকে গেছেন ওয়াসিম, 'দাঁড়ান, কী হলো এটা! আমি একটু গলফ খেলতে গিয়েছিলাম, এসে দেখি ম্যাচ শেষ! অস্ট্রেলিয়ানরা কী দারুণ বোলিংই না করল! পেস বোলিং আসলেই পার্থক্য গড়ে দেয়!'

ভারতের লজ্জার হার নিয়ে মজা করে টুইট করেছেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দর শেবাগও। ভারতের কোনো ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্ক পেরোতে পারেননি। তাতে স্কোরকার্ডটা কারও চোখে দেখাচ্ছে ১১ সংখ্যার টেলিফোন ডিজিটের মতো, আর শেবাগের কাছে সেটি 'ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড' বা ওটিপি। তাঁর টুইট, 'এই পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার ওটিপি হচ্ছে ৪৯২০৪০৮৪০৪১।' সংখ্যাগুলো হচ্ছে ইনিংসে ভারতের ১১ ব্যাটসম্যানের রান!

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XXIX/ EEIRD/STB/2020-21, Dated-17112/2020

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form no-7 up to 3.00 P.M. on 0210112021 for 02 (Two) nos Construction of Science Lab at various location under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details visit website https:/ Jtripuratenders.gov.in and contact M-8787450077 / 7005841976. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-2495/2020-21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শ্রীনগরে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। শ্রীনগর থানা এলাকার আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর সামনে থেকে এক ছাত্রের পালসার বাইক চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। বাইকের মালিকের নাম বিজয় দাস।জানা গেছে ওই ছাত্র আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে লক্ষ করে স্কুলের সামনে রাখা তার পালসার বাইক টি সেখানে নেই। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় শ্রীনগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং সন্দেহজনক একজনকে আটক করে।সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হলেও চুরি যাওয়া বাইকটি এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর সামনে থেকে বাইক চুরির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আড়ালিয়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়ার একতা সংঘের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শনিবার এক মহতী রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে একতা সংঘের সদস্য সদস্য সহ অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। একতা সংঘের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষে এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট চলছে।এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রক্তদান শিবির সংগঠিত করা একতা সংঘের প্রত্যেক সদস্য সদস্য এবং কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন ডাক্তার মানিক সাহা। পাশাপাশি এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের সম্মাননা জ্ঞাপন এর বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এক অনন্য নজির স্থাপন করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সমাজসেবী সংস্থাগুলিকে এ ধরনের গঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিমানবন্দরে গাঁজা সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। বিমানে করে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে দুই যুবক। দুই যুবকের নাম বিকাশ কুমার রায় এবং পাপ্পু রায়। তারা দুজনেই বিহারের বাসিন্দা।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তারা কয়েকটি প্যাকেটে করে প্রায় কুড়ি কেজি গাঁজা বিমানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগরতলা বিমানবন্দরের যায়। যাত্রীদের লাগেজ চেকিং করার সময় গাঁজা ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পিয়া মাধুরী মজুমদার সহ এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ বিমানবন্দরে ছুটে আসে।বিমানবন্দর থেকে গাঁজাসহ আটক বিহারের ওই দুই যুবককে এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় এয়ারপোর্ট থানায় মামলা গৃহীত হয়েছে।তারা কোথা থেকে এইসব গাজা নিয়ে এসেছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

সামনেই বড়দিন। তাই এখন বাজারে চলছে চুড়ান্ত প্রস্তুতি। ছবি-নিজস্ব।

বঞ্চিত মানুষের মুখের ভাষা হয়ে ওঠার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহবান পিসিসি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আগামী ২৯ শে জানুয়ারি এক বড় ধরনের ঐতিহাসিক জমায়েত করতে চলেছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এ লক্ষ্যে দলের প্রদেশ নেতৃত্ব জেলা ভিত্তিক সংগঠনকে মজবুত করার ওপর জোর দিয়ে কাজ করে চলেছে। আজ এরই অংশ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য নেতারা খোয়াই গিয়ে, দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী বিশ্বাস জানান আগামী ২৯ শে জানুয়ারি ঐতিহাসিক জামায়াতে রাজ্যের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি। তিনি বলেন রাজ্যের মানুষ দিশেহারা। বাম শাসনের পর বর্তমান বিজেপি শাসনেও তারা হতাশাগ্রস্থ, বঞ্চিত। তাদের মুখের ভাষা তুলে ধরার জন্য কংগ্রেস কাজ করে যাবে বলে উল্লেখ করেন শ্রী বিশ্বাস।

তিনি বলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, সর্বক্ষেত্রেই রাজ্যবাসীর নাভিশ্বাস পরিস্থিতি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কোন অংশে পালন করেনি বর্তমান সরকার। উপরন্তু মানুষের আশা ভরসাকে দিনের-পর-দিন পদদলিত করে চলেছে তারা। কংগ্রেস সেই আশা ভরসার জায়গায় নিজেদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে। এই লক্ষ্যে ব্লক স্তরে নেতৃত্বকে জনসংযোগ বৃদ্ধি করার জন্য বলা হয়েছে। পাশাপাশি বুথ কমিটি গঠন এবং ব্লক সম্মেলন করার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে তা আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ করার ওপর গুরুত্ব দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

এদিন জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা আইনজীবী ননী দেবনাথকে চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ক্ষিতিশ ভৌমিককে কো-চেয়ারম্যান করে সর্বসম্মতিক্রমে খোয়াই পৌর সভা নির্বাচন পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা প্রতি ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিটি গঠন করবে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তাপস দে, দলের প্রদেশ ট্রেনিং ইনচার্জ সুমন লস্কর, কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী ননী দেবনাথ, প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ক্ষিতিশ ভৌমিক, জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম সিং, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অনির্বাণ সরকার সহ অন্যরা।

আয়ুমান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ই-কার্ড প্রদান উপলক্ষে রাজ্যে বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আয়ুমান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের সুবিধা লাভে উপযুক্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সহায়তা দেওয়া হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা অনুসারে রাজ্যের প্রায় ১৪ লক্ষ সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ১১.৪৪ লক্ষ সুবিধাভোগীদের ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৭৭ হাজার সুবিধাভোগী ৩৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের বিভিন্ন তালিকাভুক্ত হাসপাতালে সুবিধাভোগীরা পরিষেবা পাচ্ছেন। রাজ্যের প্রায় ৮২ সুবিধাভোগীদের ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের অবশ্যই ই-কার্ড থাকতে হবে। প্রকল্পের পরিষেবার জন্য ই-কার্ড রাজ্যের সমস্ত তালিকাভুক্ত হাসপাতাল অথবা কমন সার্ভিস সেন্টারগুলি থেকে দেওয়া হয়। তাছাড়াও সকল সুবিধাভোগীদের অতিসত্বর ই-কার্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজ্যে ই-কার্ড দেওয়ার জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এজন্য রাজ্যের নির্বাচিত পরিবারের সমস্ত সদস্যদের নিকটবর্তী তালিকাভুক্ত হাসপাতাল, কমন সার্ভিস সেন্টার অথবা নির্দিষ্ট শিবির থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০-এর মধ্যে ই-কার্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা ই-কার্ড দেওয়া হবে। ২০১১-র সোসিও ইকোনমিক অ্যাণ্ড কাস্ট সেনসাস অনুসারে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং আরএসবিওয়াই কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে যাদের কার্ড ২০১৬ কিংবা এরপরে প্রকাশিত হয়েছে, সেই সমস্ত পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

এই প্রকল্পের ই-কার্ড ইস্যু করানোর জন্য পরিচয়পত্র, প্রধানমন্ত্রীর চিঠি, রেশন কার্ড, আধারকার্ড এবং পূর্বের সচল আরএসবিওয়াই কার্ড দেখিয়ে এই প্রকল্পের ই-কার্ড নিতে হবে। শিশুর জন্মের পর বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে এবং বিবাহ সূত্রে নতুন সদস্য পরিবারে যোগ হলে বিবাহ প্রমাণপত্র দেখিয়ে প্রকল্পের ই-কার্ড করতে হবে। প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা ই-কার্ড দেওয়া হয়। প্রত্যেক তালিকাভুক্ত হাসপাতালে আরোগ্য মিত্র রয়েছেন। তারা সুবিধাভোগীর ভর্তি, ছুটি, ই-কার্ড ইস্যু ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রযুক্তিগত দিকগুলি দেখেন। ই-কার্ড পাওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তির সময় ই-কার্ড সঙ্গে রাখন। হাসপাতালে ভর্তির সময় এবং ছুটির সময় আরোগ্য মিত্রের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে।

জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস অ্যাণ্ড ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং দপ্তর থেকে এক প্রেস বি'প্তিতে জানানো হয়েছে যে, জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরার (জে আর বি টি) অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালটি এলডিডি (গ্রপ সি) পদে নিয়োগের জন্য এখন থেকে সক্রিয়। এখন থেকে ইচ্ছক প্রার্থীরা দপ্তরের http://employment.tripura.gov.in/-এ গিয়ে জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ট্যাবে ক্লিক করতে পারবেন। এখানে ক্লিক করলে ইচ্ছক প্রার্থীরা জেআরবিটি-র ওয়েবসাইট https://www.jrbtripura.com/#/-এ চলে যাবেন। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করতে হলে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পেমেন্ট করে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

খোয়াই জেলাভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ভলান্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার উদ্যোগে আজ খোয়াই স্বপনপুরী গেস্ট হাউসে জেলাভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জেলে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ঊষা ভ-াচার্য (বিশ্বাস)। অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ড. শ্যামল চন্দ্র ঘোষ, খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নির্মল সরকার, জেলা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর শঙ্কর নারায়ণ দাস ও ভলান্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশনের এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর সুজিত ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ঊষা ভ-াচার্য (বিশ্বাস) বলেন, নেশা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার সাথে সাথে মানুষের শারীরিক ক্ষতি করে। অনুষ্ঠানে অতিথি তথা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত নেশামুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ভলান্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশনের সহ অধিকর্তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রসব পরবর্তী ওয়ার্ড পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। নবজাত শিশুর বিভিন্ন জটিলতা সনাক্তকরণ ও প্রয়োজন অনুসারে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বজেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মেডিক্যাল অফিসার গতকাল প্রসব পরবর্তী ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে নবজাত-দের জন্মগত শারীরিক অসঙ্গতি (ঠোঁট কাটা, বাঁকা পা ইত্যাদি) লক্ষণ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। রাষ্ট্রীয় বাল (শিশু) সুরক্ষা কার্যক্র-মে শিশুর (০-১৮ বছর পর্যন্ত) জন্মগত শারীরিক অসঙ্গতি (ঠোঁট কাটা, বাঁকা পা ইত্যাদি) রোগ এবং শারীরিক অপরিপূর্ণতা, বিকাশগত ত্রটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও অন্যান্য অসুস্থতার বিনামূ-ল্যে চিকিৎসা করা হয়। এই কার্যক্রমে ডেডিকেটেড মোবাইল হেলথ টিম ০-৬ অবধি শিশুদের নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে এবং প্রয়োজন তাদেরও ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার রেফার করা হয়। ৬-১৮ বছর বয়সের শিশুদের বিদ্যালয় গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে তাদেরও ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টারে রেফার করা হয়ে থাকে। রোগের বা অসঙ্গতির জটিলতার সাপেক্ষে প্রয়োজনে উন্নততর চিকিৎসার জন্য তাকে স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মোহরছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত মোহরছড়া গ্রাম প'ায়েতের জনগণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। এলাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে মোট ৮টি। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে নিয়মিত পরিষেবা পাচ্ছেন ৩০৭ জন শিশু, ৩২ জন গর্ভবতী মহিলা এবং ২৮ জন প্রসূতি মহিলা। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় এলাকার ৮৫ জন মহিলা তাদের প্রথম সন্তান হওয়ার পর ৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। তাছাড়াও এই প'ায়েতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পে ৪০১ জন ভাতা পাচ্ছেন।

যক্ষা রোগ নির্মলীকরণে ঊনকোটি জেলায় মত বিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার দক্ষিণ ঊনকোটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে হালামবস্তিতে গতকালরোগী ও পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় যক্ষা রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্য সদস্যাদের পাশাপাশি যক্ষা রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এমন রোগীরাও উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় যক্ষা রোগীরা চিকিৎসা চলাকালীন তাদের শারীরিক কষ্ট কিংবা ওযুধ গ্রহণ করার পর শরীরে কোনও ব্যতিক্রম কিংবা উপসর্গ হচ্ছে কিনা সেসব বিষয়ে সরাসরি স্বাস্থ্যকর্মীদের জানান। পরিবারের সদস্য সদস্যাদের যক্ষা রোগের কোনও উপসর্গ আছে কিনা সে সমস্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হয়। নিক্ষয় পোষণ যোজনায় রোগীদের চিকিৎসা চলাকালীন ৫০০ টাকা প্রতিমাসে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার বিষয়ও জানানো হয় এই মতবিনিময় সভায়। এদিন ১০ জন টিবি রোগী সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস টি এস অনুরাজ সাহা, এস টি এল এস সুকান্ত পাল, এম পি এস বিমল বসু চাকমা, এম পি ডব্লু দীপঙ্কর বণিক, রীতা রবিদাস, আশা

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুর নিগমের বিদায়ী কমিটির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুরো নিগম এবং রাজ্যের সবকটি পুরো পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এর মেয়াদ শনিবার শেষ হয়েছে।পুরো নিগম এবং পুরো পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত গুলিতে প্রশাসক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।পুনরায় নির্বাচন সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসকের মাধ্যমে আগরতলা পৌরনিগম এবং রাজ্যের বিভিন্ন পুরো পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত গুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা হবে। উল্লেখ্য আগরতলা পৌরনিগম এবং রাজ্যের অন্যান্য পুরো পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত গুলির মেয়াদ শেষ হলেও এসব ক্ষেত্রে নির্বাচন করার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচন থেকে বিরত রয়েছে বর্তমান সরকার ও প্রশাসন। এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলি। অবিলম্বে নির্বাচন ঘোষণা করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে আগরতলা পৌরনিগম অন্যান্য পুরো পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত গুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জোরালো দাবি উঠেছে। যদিও এ বিষয় নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শাসক দল। এদিকে আগরতলা পৌর নিগমের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার সিটি সেন্টারে পুরো নিগমের কার্যালয়ে পৌরনিগমের মেয়র ডক্টর প্রফুল্ল জিৎ সিনহা কাউন্সিলরদের নিয়ে মত বিনিময় সভা সংগঠিত করেন।মত বিনিময় সভায় গত ৫ বছরের বিভিন্ন কাজকর্মের তথ্য তুলে ধরা হয়।বিগত ৫বছরে কি কি কাজ করা সম্ভব হয়েছে এবং কি কি কাজ বাকি রয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। বিদায়লগ্নে আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র ডক্টর প্রফুল্ল জিৎ সিনহা বলেন তারা বিগত পাঁচ বছরে আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য বিভিন্ন কাজ করে গেছেন।আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যেসব কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি সেসব কাজ আগামী দিনে যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে যত্ন সহকারে সম্পন্ন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন বিদায়ী মেয়র ডক্টর প্রফুল্ল জিৎ সিনহা।বিগত পাঁচ বছর আগরতলা পৌর নিগমের কাজ কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে পুরো এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এবং দপ্তরের কর্মচারীদের কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন সে জন্য প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিদায়ী মেয়র এবং কাউন্সিলররা।

চলো হাসপাতালে যাই র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। মানুষের সুস্বাস্থ্যের চাহিদা মিটিয়ে মাত'ত্বকালীন মৃত্যর হার এবং শিশু মৃত্যর হার কমানো সহ জনসংখ্যার হার রোধ ও নারী ও পুরুষের হারে স্থিতিশীলতা আনার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন। এই উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এদিন ধলাই জেলায় লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতালের অধীনে লালছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 'চলো হাসপাতাল যাই' র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালীতে আশাকর্মী সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এই র‍্যালি থেকে মহকুমায় নিম্নে উল্লিখিত সচেতনতামূলক বার্তাগুলি দেওয়া হয়-

গর্ভাবস্থার সর্বাধিক তিনমাসের মধ্যে আশা কর্মীদের মাধ্যমে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে বা নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নাম নথীভুক্ত করানো এবং প্রথম প্রাক্-প্রসব পরীক্ষার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভাবস্থায় মায়ের ৪টি প্রাক্-প্রসব পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। গর্ভস'ারের পর প্রথমবার প্রথম সাক্ষাতে এবং এর একমাস পর দুটি ডোজ টিটেনাস ট'য়েড দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

গর্ভস'ারের সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতেও নাম নথিভূক্তকরণের পর প্রতিদিন ১৮০ গ্রাম (চাল-১৩৫ গ্রাম এবং ডাল-৪৫ গ্রাম) পরিপূরক পুষ্টি প্রদান করা হয়।প্রতি বুধবারে খিচুড়ির সঙ্গে ডিম খাওয়ানো হয়।

তাছাড়া প্রতিটি গ্রামে প্রতি মাসে চারবার গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে প্রতি মাসে এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।

গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত রক্তাল্পতা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি মায়েদের অন্ততঃপক্ষে ৯০ দিন খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে সাধারণ প্রসবের ক্ষেত্রে হাসপাতালে যাতায়াত বাবদ এবং উচ্চ ঝঁকিপূর্ণ মায়েদের রেফার করা হলে যাতায়াতের ব্যয়ভারও বহন করা হচ্ছে। জননী সুরক্ষা যোজনায় গর্ভবতী মায়ের সাধারণ এবং সিজারিয়ান প্রসবের ক্ষেত্রে ওযুধপত্র সহ চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করছে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চাতকছড়ি দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রূপাইছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে চাতকছড়ি দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে ১৭ ডিসেম্বর যক্ষা রোগ বিষয়ক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। টিবি হারবে দেশ জিতবে এই ভাবনায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগ্রত করতে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বাস্থ্যকর মান উন্নয়নে এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে যক্ষা রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবগত করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে পরিবার পরিজনদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়। যক্ষা রোগের চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করার জন্য রোগীর ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি যে ৫০০ টাকা মাসিক হারে দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। শিবিরে বিদ্যালয়ের নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় রূপাইছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপাল ধর 'টিবি হারেগা দেশ জিতেগা' বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতিকরণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞঃ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। কমলপুর মহকুমার দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের মোহনপুর গ্রাম প'ায়েতের কমিউনিটি হলে আজ সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচার ও বাস্তবায়ণ নিয়ে এক একদিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন খাদ্য, জনসংভরণ ও যুবকল্যাণ, ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। কর্মশালার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতিকরণে সরকার দৃঢ় প্রতি'। তিনি বলেন, ওয়াকফ বোর্ডের দখলক'ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে রাজ্য সরকার সচেষ্ট। সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অংশীদার হয়ে নিজেদের সার্বিক উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারি স্টাইপেণ্ড থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য বহু সুযোগ সুবিধা আছে। সেগুলির সুবিধা গ্রহণ করে নিজ সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ড ও ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষার উন্নয়নের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মুসলিম নারীদের সশক্তিকরণে কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট এবং এই জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে ১৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করাহয়েছে। ত্রিপুরা সরকার এই উদ্দেশ্যে তাই ৫টি মাদ্রাসাকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করছে। এদিনের কর্মশালায় স্বাগত ভাষণ রাখেন দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের প'ায়েত সম্পসারণ আধিকারিক অরজিত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, সহসভাধিপতি অনাদি সরকার ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সদস্য শহপরানউদ্দিন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন দুর্গাচৌমুহনী প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস।

ধলাই জেলায় বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালীর অন্তর্গত জামিরছড়ার হাতাই কুতাল গ্রামে ১৭ ডিসেম্বর এক বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা, ক্যুইজ, পোস্টার প্রদর্শন, প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। তাছাড়াও শিবিরে ৩২ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। কারোর শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া যায়নি। তাছাড়াও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামীণ এলাকার লোকেদের মধ্যে প্রতিদিন মশারি ব্যবহার করার কথা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

দামছড়া ব্লকে এম জি এন রেগায় ২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৮৯ শ্রমদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। এম জি এন রেগায় চলতি অর্থবছরে দামছড়া ব্লকের ১৩টি এডিসি ভিলেজে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৮৯ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। এতে ব্লকের ৫,১৩৬টি পরিবার উপক'ত হয়েছেন। এই প্রকল্পে ব্লকের বিভিন্ন ভিলেজে গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, ভূমি সমতলকরণ, জলাশয় খনন, জলসেচের বাঁধ নির্মাণ, ইট সলিং রাস্তা নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে মোট ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। দামছড়া ব্লক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।